নামায সম্পর্কিত মাসআলাসমূহের
দলিলভিত্তিক বৃহৎ সংকলন

নামায-বিশ্বকোষ

১ম খণ্ড

রচনা

মুহাম্মদ ইনআমুল হক কাসেমী

দারুল ইফতা জামিয়াতুল উলূম আল ইসলামিয়া
আল্লামা বিন্নুরীটাউন, করাচি, পাকিস্তান।

অনুবাদ

মাওলানা আবু হানীফ

জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা।

প্রকাশনায়

আনোয়ার লাইব্রেরী

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১৫০২৭৫৬৩, ০১৯১৩৬৮০০১০

প্রথম প্রকাশ | নভেম্বর ২০১৯ইং

নামায-বিশ্বকোষ (১ম ও ২য় খণ্ড)

মূল | মুহাম্মদ ইনআমুল হক কাসেমী

অনুবাদ | মাওলানা আবু হানীফ

প্রকাশক | মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
আনোয়ার লাইব্রেরী
১১/১ ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব | প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য | ৫০০.০০ টাকা মাত্র

জামিয়াতুল উলূম আল-ইসলামিয়া, আল্লামা বিন্নুরী টাউন করাচি, পাকিস্তান-এর মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস, উস্তাযুল আসাতিযা, মাহবুবুল উলামা, আল্লামা ডক্টর আবদুর রাজ্জাক ইসকান্দারী সাহেবের

বাণী ও দু'আ

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বড় একটি রুকন হলো নামায। এর গুরুত্ব, তাৎপর্য, মহত্ত্ব, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাযি.-এর অনুভূতি নিম্নরূপ–

নামাযের সময় হলে হযরত আলী রাযি.-এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেত। লোকজন জিজ্ঞেস করতো, আমীরুল মু'মিনীন আপনার অবস্থা এমন কেন? জবাবে তিনি বলতেন– এখন ওই আমানত আদায়ের সময় হয়ে গেছে, আল্লাহ তা'আলা যে আমানত আসমান, জমিন, পাহাড়-পর্বতের উপর পেশ করেছিলেন। সেই আমানত গ্রহণে সকলেই ভয় পেয়ে গেল এবং অস্বীকার করে বসল। –ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন

কুরআন কারীমে নামাযের ফযীলত ও তাকিদ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা এসেছে। পাবন্দীর সাথে নামায আদায়ের কঠোর নির্দেশই এর গুরুত্ব ও ফযীলতের প্রমাণ বহন করে। ঈমানের পর নামাযই ইসলামের বড় রুকন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের বুনিয়াদী পাঁচ রুকনের মধ্যে নামাযকে দ্বিতীয় রুকন সাব্যস্ত করেন। একজন মুসলমান নারী হোক বা পুরুষ, নামাযের পরিপূর্ণ ফযীলত ও বরকত লাভ তখনই করতে পারবে, যখন নামাযের প্রয়োজনীয় মাসাইল ও আহকাম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হবে। ফুকাহায়ে কেরাম নামাযের

ফিকহী মাসায়েল সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করেছেন। এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর তাদের অনেক বড় অনুগ্রহ।

আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের ইসলাম ধর্মের এমন কোনো বিষয় নেই, যার শরয়ী সমাধান আমাদের আকাবির, আসলাফ ও ফুকাহায়ে কেরাম করে দেননি।

আপনার হাতে نماز کے مسائل کا انسائیکلوپیڈیا কিতাবটি আমাদের জামিয়ার উস্তাদ সম্মানিত মুফতী মুহাম্মদ ইনআমুল হক কাসেমী সাহেবের সদ্য সংকলিত নামাযের মাসাইল সম্পর্কিত একটি অসাধারণ কিতাব। এতে তিনি নামাযের মাসাইলগুলোকে আরবী বর্ণমালা অনুসারে সাজিয়েছেন। মাশাআল্লাহ অনেক মেহনত ও পরিশ্রমের মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দর আঙ্গিকে কিতাবটি সংকলন করেছেন। ইতোপূর্বেও তিনি রোযা, যাকাত ও কুরবানীর মাসাইল সম্বলিত কিতাব রচনা করেছেন। কিতাবগুলো উলামায়ে কেরাম, ছাত্রসমাজ এবং সর্বসাধারণের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।

আল্লাহ তা'আলা তার এই প্রচেষ্টাকে কবুলিয়াতের শানে ভূষিত করুন এবং আমাদের সকলের জন্য নাজাতের উসিলা করুন। আমীন।

–ড. আবদুর রাজ্জাক ইসকান্দর

জামিয়া ফারুকিয়া করাচির মুহতামিম, পাকিস্তান বেফাক বোর্ডের চেয়ারম্যান, শায়খুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর প্রিয়ছাত্র, আলেমকুল শিরোমনি, উস্তাযুল উলামা, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, আকাবিরের প্রতিচ্ছবি শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা সলিমুল্লাহ খান সাহেবের

অভিমত ও দু'আ

الحمد لله و كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী–

قرة عينى فى الصلوة.

'নামায আমার চোখের শিতলতা।' এ হাদীস অনুযায়ী নামায হলো চোখের শিতলতা এবং অন্তরের প্রশান্তি লাভের অন্যতম মাধ্যম। তদ্রুপ الصلوة معراج المؤمنين এর ভিত্তিতে নামায হলো সর্বোচ্চ মাকাম অর্জনের মাধ্যম। নামাযে আব্দ ও মা'বুদের মধ্যে হৃদয়গ্রাহী প্রেমালাপ এবং আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়। নামাযের প্রতিটি যিকির ও রুকনই অনুপম রেখাপাত সৃষ্টি করে থাকে, যা দিল-দেমাগকে এককভাবে বিমোহিত করে থাকে।

নামায যেমনিভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক বিশেষ মাধ্যম, তেমনিভাবে বেহায়াপনা ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকারও মাধ্যম। তবে শর্ত হলো, নামাযের সকল নিয়ম ও আদব রক্ষা করে তা আদায় করতে হবে। 'কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব হবে।' বান্দা যদি এখানে সফল হয়ে যায়, পরবর্তী সকল ঘাটিই তার জন্য

আসান হয়ে যাবে। বান্দার নামায ঠিক হয়ে গেলে অন্যান্য ইবাদতও ঠিক হয়ে যাবে।

করাচির আল্লামা বিন্নুরী টাউনে অবস্থিত জামিয়াতুল উলূম আল-ইসলামিয়ার স্বনামধন্য উস্তাদ ও মুফতী হযরত মাওলানা মুফতী ইনআমুল হক সাহেব নামাযের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ রেখে 'নামাযকে মাসাইল কা এনসাইক্লোপিডিয়া' নামক একখানা কিতাব চারখণ্ডে সংকলন করেছেন। মাসাইলগুলো তিনি আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজিয়েছেন। সর্বসাধারণের প্রয়োজনীয় মাসাইল এবং আহলে ইলম তথা উলামায়ে কেরামের আগ্রহ ও রুচিবোধের প্রতি লক্ষ রেখে গুরুত্বের সাথে রেফারেন্স উল্লেখ করে দুই কোলই রক্ষা করেছেন।

দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা যেন মুফতী সাহেবের এই খেদমতকে কবুলিয়াতের শানে ভূষিত করেন এবং এর উপকারকে ব্যাপকতা আর পূর্ণতা দান করেন। আমীন। সুম্মা আমীন।

সলিমুল্লাহ খান
জামিয়া ফারুকিয়া করাচি
৩০ জমাদিউস্ সানী ১৪৩২ হিজরী
৩ জুন ২০১১ইং শুক্রবার

জামিয়া আহলিয়া দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী চট্টগ্রাম এর মুফতী ও মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল
উলূম আল ইসলামিয়া আল্লামা বিন্নুরীটাউন করাচির
সাবেক প্রধান মুফতী হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুস
সালাম চাটগামী সাহেবের

অভিমত

হামদ ও সালাতের পর– আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় অনুগ্রহ যে, স্বীয় বান্দার জন্য তিনি কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামকে হেদায়েতের পথ হিসেবে মনোনীত করেছেন। আর দীন ইসলামের মূলনীতি বুঝার জন্য কুরআনে কারীম নাযিল করেছেন। এই মূলনীতিগুলোকে বুঝানোর জন্য তাঁর প্রিয় রাসূল সাইয়্যিদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ হাশেমী মুত্তালেবীকে প্রেরণ করেছেন। তিনি নিজের বয়ান, আমল এবং সাহাবায়ে কেরামের কতক বক্তব্য ও কর্মকে সত্যায়ন ও সমর্থনের মাধ্যমে দীন ইসলামকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের পক্ষ থেকে যথাযথ উত্তম বদলা দান করুন।

জামানার পরিবর্তনে নবসৃষ্ট সমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহ তা'আলা উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক জামানায় এমন কিছু ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে থাকেন, যারা কুরআন, হাদীস ও ফিকহে ইসলামীর আলোকে নতুন-পুরাতন সকল প্রশ্নেরই সমাধান করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের নিজ নিজ কর্ম-প্রচেষ্টার উত্তম বিনিময় দান করুন।

এভাবেই পরবর্তী যুগের উলামায়ে হক্কানী ও উলামায়ে রব্বানী নবযুগের অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী উম্মতকে

দীনের রাহনুমায়ী করে থাকেন। বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ রচনা, তা'লীম ও তাবলীগের পথে যথাসাধ্য সহজতর পদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের প্রিয় ভাই মুহতারাম মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ ইনআমুল হক কাসেমী চাটগামী সাহেব নামায, যাকাত, রোযা, কুরবানীর শরঈ মাসাইলগুলোকে বর্ণানুক্রমিক বিণ্যাসে কিতাবগুলো রচনা করেছেন। মাশাআল্লাহ! যা আকর্ষণীয় কাগজ, দৃষ্টিনন্দন বাঁধাই ও ভলিয়মে ছাপা হয়ে মার্কেটের শোভা বর্ধন করছে।

আল্লাহ তা'আলা তার এই মেহনতকে কবুল করুন। তার জন্য নাজাতের উসিলা করুন। সেই সাথে লেখক, পাঠক ও আমলকারীদের জন্য মাগফিরাতের কারণ বানিয়ে দিন। আমীন।

وصلى الله تعالى على النبى الامى واله واصحابه اجمعين.

বান্দা মুহাম্মাদ আবদুস সালাম
১২ রমযান ১৪৩১ হিজরী

জামিয়াতুল উলূম আল-ইসলামিয়া, আল্লামা বিন্নুরীটাউন
করাচি, পাকিস্তান-এর ইফতা বিভাগের সহকারী প্রধান
হযরত মাওলানা মুফতী আবদুল মজিদ দীনপুরী সাহেবের

অভিমত

باسمہ تعالیٰ

বর্তমান যুগ আরাম প্রিয়তার যুগ। সহজতা প্রিয় যুগ। প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজন পূরণে সহজতা প্রিয়। আল্লাহ তা'আলাও রাহীম ও কারীম। মানুষ যদি সহজতা কামনা করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তাঁর শানে কারীমের কারণে মানুষের প্রয়োজন পূরণের রাস্তাও সহজ ও আসান করে দেন। নিজ বান্দাদের মধ্য থেকেই কিছু লোককে সৃষ্টিজীবের মাঝে সহজতা পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত করে দেন। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান যদি হয় মানুষের দৈহিক প্রয়োজন, তাহলে দীনি মাসাইল ও আহকাম হবে মানুষের আত্মিক ও বাস্তবিক প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা এ যুগেও বাস্তবিক প্রয়োজন পূরণের পথও সহজ করে দিয়েছেন।

এ বিষয়ে আমাদের প্রিয় সুহৃদ, দারুল ইফতার সাথি, জামিয়াতুল উলূম আল ইসলামিয়া আল্লামা বিন্নুরীটাউন, করাচির মুফতী মুহাম্মদ ইনআমুল হক দীনি মাসাইল ও আহকাম বর্ণানুক্রমিক হিসেবে বিন্যাস করার তৌফিক লাভ করেছেন। সর্বপ্রথম তিনি রোযার মাসাইল লিপিবদ্ধ করেন। তারপর কুরবানীর মাসাইল লিপিবদ্ধ করতে নিজের সময়কে কুরবানী করেন। এরপর যাকাতের মাসাইলগুলো বিস্তারিতভাবে বিন্যস্ত করে নিজের সময়ের যাকাত আদায় করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা এই কিতাবগুলোকে কবুলিয়াতের মর্যাদা দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। এতে তাঁর হিম্মত আরো বেড়ে গেছে। ফলে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সালাত এর বিধিবিধানগুলো বিশ্বকোষ আকারে চারখণ্ডে লিপিবদ্ধ করেছেন। সকল মাসআলার রেফারেন্স ফতোয়া ও ফিকহের কিতাবের বরাত দিয়ে এটিকে একটি গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য কিতাবে পরিণত করেছেন।

এ কিতাবটি থেকে সর্বসাধারণ যেমনিভাবে সহজে উপকৃত হতে পারবে, তেমনি রেফারেন্সসহ লিপিবদ্ধ হওয়ার কারণে মুফতী সাহেবদের জন্যও এটি একটি গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য ফতোয়ার কিতাব হিসেবে বিবেচিত হবে। ইনশাআল্লাহ এ কিতাবটিকে মাসাইলের রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করছি– এটিকেও পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর মতো কবুলিয়াতের শানে ভূষিত করুন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

মুহাম্মদ আবদুল মজিদ দীনপুরী
১৯ শাওয়াল ১৪৩১ হিজরী
২৯/০৯/২০১০ঈসায়ী

হযরত মাওলানা মুফতী আবদুর রউফ গজনবী সাহেব দা.বা. মুহাদ্দিস জামিয়াতুল উলূম আল-ইসলামিয়া, আল্লামা বিন্নুরীটাউন করাচি, পাকিস্তান। সাবেক উস্তাদ ও মুফতী দারুল উলূম দেওবন্দ ভারত -এর

অভিমত

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده، اما بعد!

জামিয়াতুল উলূম আল ইসলামিয়া, আল্লামা বিন্নুরীটাউন, করাচি, পাকিস্তান এর উস্তাদ ও মুফতী, বন্ধুবর মুহতারাম মাওলানা মুফতী ইনআমুল হক কাসেমী সাহেব চারখণ্ড সম্বলিত একটি নতুন কিতাব, নামাযকে মাসাইল কা এনসাইক্লোপিডিয়া নামে রচনা করেছেন। প্রকাশিতব্য সে কিতাবটির বিভিন্ন স্থান দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। মাশাআল্লাহ মুফতী সাহেব অত্যন্ত সফল মেহনত করেছেন।

যারা ফিকহী অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত নয়, তাদের প্রতি লক্ষ রেখে বর্ণমালার বিন্যাসে মাসাইলগুলোকে অত্যন্ত সহজ-সরল ও বোধগম্য করে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর আহলে ইলম তথা উলামায়ে কেরামের রুচি ও আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখে ফতোয়া ও ফিকহের প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য কিতাবসমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রত্যেক মাসআলার উৎসমূলও উল্লেখ করেছেন। এসব উদ্ধৃতি ও রেফারেন্স দেখে আমার এতটুকু ধারণা হয়েছে যে, মুফতী সাহেব প্রতিটি মাসআলার রেফারেন্স যথাস্থানে উত্তম পন্থায় উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং একথা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, এই কিতাব থেকে একজন সাধারণ মানুষ নামাযের মাসাইল যেমন অতি সহজে জানতে পারবে, ঠিক তেমনিভাবে একজন আলেম ও ফকীহও স্বল্প সময়ে মাসাইলের সন্তোষজনক দলিলও খুঁজে পাবেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মুফতী সাহেবের এই কিতাবকে আম-খাস সকলের জন্য উপকারী করুন এবং তাঁর পরকালের সফলতা ও নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন।

আবদুর রউফ গজনবী
উস্তাদ জামিয়াতুল উলূম আল ইসলামিয়া
আল্লামা বিন্নুরীটাউন, করাচি, পাকিস্তান।
৩০/০৩/১৪৩২ হিজরী

জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা ও জামিয়া সুবহানিয়া মাহমুদনগর
ঢাকা এর প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস, খানকায়ে
মাহমুদিয়া বাংলাদেশ এর আমীর, উস্তাযুল উলামা,
আল্লামা নূর হোছাইন কাসেমী দা.বা.-এর

অভিমত ও দু'আ

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি রাব্বুল আলামীন। দুরূদ ও সালাম খাতামুন্নাবিয়্যিনের উপর। যিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন।

ঈমানের পরই পালনীয় ইবাদতসমূহের মধ্যে প্রথম স্থান হলো নামাযের। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের যতগুলো আমল রয়েছে, সেসব আমলের সমষ্টি ও কেন্দ্র হলো নামায। সর্বোপরি নামায হলো মু'মিনের মে'রাজ। কুরআনুল কারীমে অন্যান্য ইবদাতের তুলনায় নামাযের প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা, হুকুকুল্লাহর ব্যাপারে কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসাব নেয়া হবে। যার নামায সঠিক হবে, তার অন্যসব আমলও সঠিক হবে। নামায ত্রুটিযুক্ত হলে, অন্য আমলও ত্রুটিযুক্ত হবে। এজন্যই অন্যান্য ইবাদতের তুলনায় নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম।

কোনো কাজ সঠিকভাবে করতে হলে এবং তা থেকে ফায়দা হাসিল করতে হলে, সে কাজ সম্পর্কে আগে জানতে হবে এবং যথানিয়মে তা করতে হবে। দুনিয়ার যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য। নামাযের বিষয়টিও অনুরূপ। নামাযের সকল নিয়ম ও আদব রক্ষা করে সঠিকভাবে তা আদায় করতে হলে, এর ফায়দা হাসিল করতে হলে, নামাযের মাসআলা-মাসাইল জানা আবশ্যক। কারণ, যার যতবেশি মাসআলা জানা থাকবে, তার নামায ততবেশি ত্রুটিমুক্ত ও সুন্দর হবে। ফায়দাও অর্জিত হবে ততবেশি।

যুগে যুগে ওলামায়ে কেরাম নামায সংক্রান্ত মাসাইল সংকলন করে গেছেন। যেন মুসলমানগণ মাসাইল জেনে যথা নিয়মে নিজেদের

নামায সঠিকভাবে আদায় করতে পারে। বাজারে এ সংক্রান্ত আরবী, উর্দু ও বাংলাভাষায় অনেক কিতাব রয়েছে। তবে একটি প্রবাদ আছে– 'প্রত্যেক ফুলের রং ও গন্ধ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।'

তেমনি প্রত্যেক কিতাবের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রত্যেক কিতাবের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব থাকে, যা অন্য কিতাবে পাওয়া যায় না।

যুগ চাহিদার প্রেক্ষাপটে নতুন সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেই সূত্রে জামিয়াতুল উলূম আল ইসলামিয়া আল্লামা বিন্নুরীটাউন করাচির মুফতী মুহাম্মদ ইনআমুল হক কাসেমী সাহেব উর্দু ভাষায় আদ্যপান্ত নামাযের মাসাইল সম্পর্কিত অনবদ্য একটি বিশ্বকোষ রচনা করেছেন। সাধারণ মানুষের প্রতি লক্ষ্য রেখে মাসাইলগুলো সুন্দর বিন্যাসে বিন্যস্ত করে সহজ-সরল বোধগম্য করে উপস্থাপন করেছেন। আর উলামায়ে কেরামের প্রতি লক্ষ রেখে প্রতিটি মাসআলার উদ্ধৃতিও সংযোজন করেছেন। এতে আম-খাস নির্বিশেষে সকলেই এ কিতাবটি থেকে উপকৃত হতে পারবেন বলে আমার প্রত্যাশা। বাংলা ভাষাভাষী ভাইদের প্রতি লক্ষ করে আমার স্নেহের শাগরেদ মাওলানা আবু হানীফ এ কিতাবটিকে সহজ-সরল বাংলাভাষায় অনুবাদ করেছেন। কিতাবটি সর্বমহলে সমাদৃত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমার এ ধারণা ও বিশ্বাস যেন যথাযথ হয় এ দু'আই করছি মাওলা পাকের দরবারে।

আল্লাহ তা'আলা সংকলক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক ও আমলকারীকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমলী উন্নতির পথ প্রদর্শন করুন। তার এ খেদমতটুকু কবুল করুন এবং কিতাবটিকে তার পরকালীন নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। ভবিষ্যতে আরো দীনি খেদমতের সুযোগ ও তৌফিক দান করুন। উম্মতে মুসলিমা যাতে ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারে, সে জন্য কিতাবটিকে মকবুলিয়্যাতে আম্মা দান করুন। আমীন।

আল্লামা নূর হোছাইন কাসেমী
প্রতিষ্ঠাত মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস
জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা।
তারিখ : ১২/০৪/২০১৯ইং

লেখকের কথা

নামায হলো দীনের খুঁটি। জান্নাতের চাবি। মু'মিনের জন্য মে'রাজ স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দার কথোপকথনের এক বিশেষ মাধ্যম। ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী রহ. 'তাম্বীহুল গাফেলীন' নামক কিতাবে লিখেছেন। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন হয়। ফেরেশতাদের ভালোবাসা অর্জিত হয়। নবীদের সুন্নত আদায় হয়। মা'রেফাতের নূর অর্জিত হয়। দু'আ কবুল হয়। রিজিকে বরকত হয়। প্রকৃত ঈমান অর্জিত হয়। শারীরিক প্রশান্তি অর্জিত হয়। শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র অর্জিত হয়। নামায নামাযীর জন্য সুপারিশকারী হয়। কবরে বাতি হয়। কবরের ভীতিকর অবস্থায় প্রশান্তি দানকারী হয়। মুনকির-নাকীরের প্রশ্নের উত্তর হয়। কিয়ামত দিবসে তার উপরে ছায়া হয়। অন্ধকারে আলো হয়। জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী। আমলের পাল্লা ভারী হয়। পুলসিরাত দ্রুতগতিতে পারকারী হয় এবং জান্নাতের চাবি হয়।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. 'মুনাব্বিহাত' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন– নামায হলো দীনের খুঁটি। এতে দশটি উপকারিতা রয়েছে। (১) চেহারার উজ্জ্বলতা (২) অন্তরের নূর (৩) শারীরিক প্রশান্তি এবং সুস্থতার কারণ (৪) কবরের সাথী (৫) আল্লাহ তা'আলার রহমত অবতরণের মাধ্যম (৬) আকাশের চাবি (৭) আমলের পাল্লায় ভারী (৮) আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির মাধ্যম (৯) জান্নাতের বিনিময় (১০) জাহান্নামের প্রতিবন্ধক।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. 'মুনাব্বিহাত' নামক কিতাবে হযরত উসমান রাযি. হতে রেওয়ায়েত নকল করেছেন। যে ব্যক্তি ওয়াক্তের পাবন্দীর সাথে নামায আদায় করবে। আল্লাহ তা'আলা নয়টি বিষয়ে তাকে সম্মানিত করবেন। (১) তাকে নিজের প্রিয়পাত্র বানিয়ে নিবেন (২) সুস্থতা দান করবেন (৩) ফেরেশতারা তাকে হেফাজত করেন (৪) তার ঘরে বরকত দান করেন (৫) তার চেহারায় নেককারদের নূর প্রকাশ পায় (৬) তার অন্তর কোমল করে দেন (৭) হাশরের ময়দানে বিদ্যুতের ন্যায়

পুলসিরাত অতিক্রম করে দেবেন (৮) জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন (৯) জান্নাতে নেককার সঙ্গী দেবেন।

নামায ইসলামের দ্বিতীয় রুকন এবং সকল ইবাদতের কেন্দ্রবিন্দু। তবে সকল ইবাদতের মধ্যে নামায হলো প্রথম স্তরে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে'রাজ রজনীতে উর্ধ্বগজতে আল্লাহ তা'আলার দিদার লাভের যে সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, মে'রাজ থেকে প্রত্যাগমনের পর দুনিয়াতে নামাযের মাধ্যমে সে দৌলত অর্জিত হয়। এজন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلصَّلوٰةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

নামায হলো মু'মিন ব্যক্তির মে'রাজ।

একজন বান্দা তার প্রভুর সাথে সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয় নামাযের মাধ্যমে। এজন্যই রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اقرب ما يكون العبد من الرب فى الصلوة.

উদারমনাদের জন্য আনন্দের খোরাক হলো নামায। অসুস্থদের জন্য প্রশান্তিদায়ক। ارحنى يا بلال হে বেলাল আমাকে প্রশান্তি দাও। قرة عينى فى الصلوة নামায হলো আমার চোখের শীতলতা।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– কিয়ামত দিবসে বান্দার সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। যদি নামায সঠিক হয়, তাহলে সকল আমল সঠিক হবে। যদি নামায ত্রুটিযুক্ত হয়, তাহলে সকল আমল ত্রুটিযুক্ত হবে। অন্য হাদীসে এসেছে– সে ধ্বংস হলো এবং ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি জেনে বুঝে নামায ছেড়ে দেয়, তার নাম জাহান্নামের ওই দরজায় লিখে দেয়া হয়, যে দরজা দিয়ে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। –মুকাশাফাতুল কুলুব

হযরত নওফল বিন মুগীরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– من فاته صلوة فكانما وتر اهله وماله যার নামায ছুটে গেল, তার যেন ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদ লুট হয়ে গেল। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বিনা ওজরে জেনে বুঝে নামায পরিত্যাগকারীর প্রতি কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাকাবেনই না। তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে।

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– কিয়ামত দিবসে বেনামাযীর হাঁত-পা বাঁধা থাকবে। ফেরেশতারা তার মুখ ও পিঠে আঘাত করতে থাকবে। জান্নাত বলবে– তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি আমার নও, আমি তোমার নই। জাহান্নাম বলবে– আমার কাছে এসো। আমি তোমার জন্য, আর তুমি আমার জন্য।

অপর এক হাদীসে এসেছে– লামলাম নামক জাহান্নামে একটি উপত্যকা আছে। এতে সাপ, বিচ্ছু আছে। তার দৈর্ঘ এক মাসের দূরত্বের সমান। সেই উপত্যকায় বেনামাযীকে শাস্তি দেয়া হবে।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– 'জুব্বুল হুযুন' নামক জাহান্নামে একটি উপত্যকা আছে, যাকে বিচ্ছুদের ঘর বলা হয়। তার প্রতিটি বিচ্ছু খচ্চরের সমান বড় হবে। সেখানে বেনামাযীকে শাস্তি দেয়া হবে।

কোনো ফকীহ লিখেছেন– যে মহিলাকে বুঝানোর পরও নামায পড়ে না, তাকে তালাক দিয়ে দাও। যদিও মোহর আদায় করতে কষ্ট হয়। কিয়ামত দিবসে বেনামাযীর স্বামী হয়ে উঠার চেয়ে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হওয়া অনেক উত্তম।

আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. লিখেছেন– কিয়ামত দিবসে বেনামাযীর কপালে তিনটি লাইন লেখা থাকবে। (১) হে আল্লাহর হক বিনষ্টকারী; (২) হে আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির যোগ্য ব্যক্তি; (৩) যেভাবে তুমি আল্লাহর হক বিনষ্ট করেছো, ঠিক সেভাবেই আল্লাহর রহমত থেকে তুমি নিরাশ হও।

হাদীস শরীফে অপর একটি বর্ণনায় এসেছে– রাষ্ট্র পরিচালনা বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের কারণে নামাযে অলসতাকারীর সামনে কিয়ামতের দিন হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম ও হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে

উপস্থিত করা হবে। অসুস্থতার কারণে নামায পরিত্যাগকারীর সামনে হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালামকে উপস্থিত করা হবে। সন্তান-সন্ততির কারণে নামায পরিত্যাগকারীর সামনে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামকে উপস্থিত করা হবে। চাকরির ভয়ে নামাযে অলসতাকারীর সামনে বিবি আসিয়াকে পেশ করা হবে।

রাস্তায় শয়তানের সাথে এক বুযুর্গের সাক্ষাত হলো। বুযুর্গ বললেন– আমাকে এমন একটি কাজ বলে দাও, যাতে তোমার দলভুক্ত হতে পারি। জবাবে সে বললো– নামাযে অলসতা করো। সত্য-মিথ্যা কসম খাও। বুযুর্গ কসম খেয়ে বললেন– আমি একাজ কখনো করবো না। একথা শুনে শয়তান হতভম্ব হয়ে গেল। সে বললো– আমিও ওয়াদা করছি, আদম সন্তানকে কখনো সত্য কথা বলবো না।

এক হাদীসে এসেছে– ফজরের নামায তরককারীকে ফেরেশতারা বলেন– হে পাপাচারী! যোহরের নামায তরককারীকে বলেন– হে ক্ষতিগ্রস্ত, অকর্মা! আসরের নামায তরককারীকে বলেন– হে নাফরমান, গুনাহগার! মাগরিবের নামায তরককারীকে বলেন– হে কাফের না-শুকরগুজার! এশার নামায তরককারীকে বলেন– হে ক্ষতিগ্রস্ত, বরবাদী, অনিষ্টকারী! আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুক।

এজন্যই প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর আবশ্যক কোনো প্রকার অলসতা না করে প্রত্যেকটি নামায সময়মতো আদায় করা। মহিলারা ঘরেই নামায পড়বে। এতে তারা মসজিদে গিয়ে জামাতে নামায আদায়ের চেয়ে অধিক সওয়াব পাবে। পুরুষরা মসজিদে গিয়ে তাকবিরে উলার সাথে জামাতে নামায আদায় করবে। যাতে দুনিয়া, আখেরাত উভয় জাহানের কামিয়াবী হাসিল হয়। কবরের ঘাটিগুলো সহজ হয়। জান্নাত নসীব হয়। সকল ঘাঁটিতেই আনন্দ উপভোগ্য হয়।

ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুআক্কাদার সাথে সাথে অধিক পরিমাণে নফলও পড়া উচিত। যাতে ফরযের ত্রুটির ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে মহিলাদেরও পিছিয়ে থাকা উচিত নয়। পুরুষদের সাথে সাথে তাদেরও অগ্রসরমান হওয়া চাই।

কিতাবে রাবেয়া আদাবিয়া রহ. সম্পর্কে লেখা আছে– তিনি দিন-রাতে এক

হাজার রাকাত নামায পড়তেন। আর বলতেন– এ কয় রাকাত নামায আমি সওয়াবের জন্য পড়ছি না; বরং এজন্য পড়ছি যে, কিয়ামত দিবসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন অন্যান্য নবীদের সামনে এই বলে গর্ব প্রকাশ করতে পারেন যে, আমার উম্মতের নূন্যতম একজন মহিলার এই ইবাদত। কিতাবে আরো অনুরূপ ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

নামায সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এর মাসআলা জানা ব্যতীত সহীহভাবে আদায় করা সম্ভব নয়। তাই আমি আল্লাহ তা'আলার তৌফিক এবং তার ফযল ও করমের উপর ভরসা করে নামাযের মাসআলাগুলোকে আরবী বর্ণমালার বিন্যাসে সাজিয়েছি। সাথে সাথে নামাযের ফযিলত, হেকমত, দর্শন ও বিজ্ঞানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও সংযুক্ত করেছি। যাতে কেউ যদি এর গভীরে যেতে চায়, তাহলে সেও যেন এতে মনের তৃপ্তিদায়ক খোরাক পায়।

পরিশেষে, যারা প্রুফ রিডিং, রেফারেন্স ইত্যাদি কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, তাঁদের কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর শান মুতাবেক তাদেরকে উত্তমতর বদলা দান করুন।

সর্বশেষ আল্লাহর নিকট এই মুনাজাত, তিনি যেন এই কিতাবকে কবুলিয়াতের শানে ভূষিত করেন। নাজাতের জন্য সদকায়ে জারিয়ার মাধ্যম বানিয়ে দেন। এই কিতাব যারা পড়বেন, শুনাবেন, আমল করবেন, তাদের সকলকে উত্তমতর প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমীন।

মুহাম্মদ ইনআমুল হক কাসেমী
দারুল ইফতা জামিয়াতুল উলূম আল ইসলামিয়া
আল্লামা বিন্নুরীটাউন, করাচি, পাকিস্তান।
২৮/০৯/১৪৩১হিজরী

অনুবাদকের কথা

সম্ভবত ২০১২ সাল। মালিবাগ গিয়েছিলাম কোনো এক কাজে। ফেরার পথে মাকতাবাতুস্ সালামে ঢুকলাম। প্রথমেই দৃষ্টি পড়লো نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا কিতাবটির উপর। এটি চার খণ্ডে নামাযের মাসাইল সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব। হাতে নিয়ে পড়তে বসে গেলাম। প্রতিটি মাসআলার সহজ-সরল উপস্থাপন। সাথে সাথে উদ্ধৃতিও সংযুক্ত। খুবই চমৎকার মনে হলো। কিতাবটি কিনে ফেললাম। ভাবলাম এটি অনুবাদ করলে আম জনতার চেয়ে আমি নিজে বেশি উপকৃত হবো। কারণ, অনুবাদ করতে গিয়ে মাসআলার এই বিশাল ভাণ্ডার আমার পড়া হয়ে যাবে। আল্লাহর তৌফিক, ফজল ও করমের উপর ভরসা করে অনুবাদ শুরু করে দিলাম। অনুবাদ করতে গিয়ে মাসআলাগত কোনো জটিলতার সম্মুখিন হলে জামিয়া মাদানিয়া বারিধারার প্রধাম মুফতী, মুফতী ইকবাল হোসাইন সাহেব, মুফতী মহিউদ্দীন মা'সুম সাহেব, মুফতী হোসাইন আহমদ সাহেব, মুফতী ও আদীব হাসসান মাহমুদ সাহেবের কাছ থেকে জটিলতা নিরসন করেছি। ভৌগলিক অবস্থান হিসেবে সময় পরিচিতি ও অন্যান্য বিষয়ে আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ, জামিয়া মাদানিয়া বারিধারার শায়খুল হাদীস আল্লামা উবায়দুল্লাহ ফারুক সাহেব দা. বা.-এর স্মরণাপন্ন হয়েছি। শাব্দিক জটিলতায় আদীব হুজুর, আল্লামা আবুল হাসান আলাউদ্দীন সাহেবের কাছে গিয়েছি। এভাবে চলতে থাকে অনুবাদকর্ম। অবশেষে একদিন শেষ হলো। অনুবাদ কর্মে ত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক। ত্রুটি মুক্তির যথাসাধ্য চেষ্টা করা হেয়েছে। তবে কতটুকু ত্রুটিমুক্ত হয়েছে এবং অনুবাদকর্ম কতটুকু কতটা সফল হয়েছে, তার ভার পাঠকের হাতেই রইল। ভুলত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টির ও অবগতি দানের প্রত্যাশী।

উল্লেখ্য যে, প্রতিটি মাসআলার সাথে নির্ভরযোগ্য কিতাবের রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়েছে। আর রেফারেন্সের কিতাবগুলোর একটি তালিকা বক্ষমান কিতাবের শেষে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

অনুবাদকর্ম তো শেষ হলো। কিতাবটি আলমারিতেই ঘুমিয়ে রইলো অনেক দিন। এতটুকু কষ্ট করলাম। আমি উপকৃত হলাম তো বটে, কিন্তু আম জনতা তো উপকৃত হতে পারলো না। তাই আম জনতার উপকারার্থে কিতাবটি বাজারে আসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলাম। একদিন জামিয়া দ্বীনিয়া পীরজঙ্গী মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা জাহিদুল ইসলাম সাহেবকে ফোন করে বিষয়টি জানালাম। তিনি বাংলাবাজার আনোয়ার লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধায়ক মোস্তফা কামাল সাহেবকে কিতাবটি ছাপতে বলায় তিনি রাজি হয়ে গেলেন। তিনি কিতাবটির ছাপার দায়িত্ব নেয়ায় বিশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। সাথে সাথে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি কিতাবটি প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সকলের।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার দরবারে মুনাজাত করছি, তিনি যেন সংকলক, অনুবাদক, প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময়ে ভূষিত করেন। কিতাবটিকে মকবুলিয়াতে আম্মা দান করেন এবং নাজাতের উসিলা বানান। আর দীনি কাজে লেগে থাকার তৌফিক দান করেন। আমীন।

মুহতাজে দু'আ
আবু হানীফ
জামিয়া মাদানিয়া বারধারা, ঢাকা।
০১/০১/২০১৯ইং

সূচীপত্র : ১ম খণ্ড

বিষয় **পৃষ্ঠা**

অপারেশন পরবর্তী নামায ৫৭
অপারেশনের সময় ডাক্তারের নামায ৫৭
অবশিষ্ট রাকাত ৫৭
অনুচ্চস্বরে আমীন বলা ৫৭
অন্যের দু'আ শুনে আমীন বললে ৫৮
অন্যের ফাতেহা শুনে আমীন বলে ফেললে ৫৮
অন্তরের রোগ থেকে মুক্তি ৫৮
অন্ধকারে নামায পড়া ৫৮
অসুস্থতার কাযা সুস্থতায় করা ৫৮
আমীন বলার নিয়ম ৫৯
আগুনে পানি ঢালা ৫৯
অষ্ট্রেলিয়ান এক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ৫৯
আওয়াজ শুনে ইকতিদা করা ৬০
আওয়াজ কতটুকু উচু হবে? ৬০
আসমানের দিকে তাকানো ৬০
আস্তে কেরাত পড়া ৬০
আস্তে পড়ার সীমা ৬১
আস্তের নামাযে জোরে কেরাত পড়া ৬১
আয়াত ছেড়ে দিলে ৬১
اعوذ بالله পড়া ছেড়ে দিলে ৬১
আয়াতে সেজদা পড়া ছাড়াই সেজদায়ে তেলাওয়াত করা ৬২
আয়াতে সেজদা তেলাওয়াতের সাথে সাথে সেজদা করা ৬২
আয়াতের শেষে লেখা '৩' চিহ্নিত স্থানে থামা ৬২
আদা নামায কাকে বলে ৬২
আযান ৬২
আযান ও ইকামতের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ৬৩
আযান ও ইকামাতের মাঝে বিলম্ব করা ৬৪
আযান শুনে নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ৬৪

বিষয় **পৃষ্ঠা**

আযানের পূর্বে উচ্চস্বরে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ার হুকুম.....৬৫
আযানের পূর্বে দুরূদ ও সালাম পাঠ করা.....৬৫
আযান ছাড়া জামাত করা ৬৫
আযানের জবাব দেয়ার এক আশ্চর্য কাহিনী ৬৬
আযানের সময় চুপ থাকা.....৬৮
আযানে الله اكبر শব্দের স্বরচিহ্ন ৬৮
আযানে কোনো শব্দ ভুলে গেলে ৬৮
আযানে হাঁটাহাঁটি করা.....৬৮
اكبر শব্দ ইমামের আগে বলে ফেললে.....৬৯
اكبر শব্দের ب হরফের পর الف বৃদ্ধি করা ৬৯
আগের কাতারে জায়গা থাকলে ৬৯
আত্তাহিয়্যাতু পড়ে চুপ করে বসে থাকা.....৬৯
اعوذ بالله পড়া.....৭০
السلام عليكم এর মাধ্যমে নামায শেষ করা.....৭০
السلام عليكم এর জায়গায় عليتم বলে ফেললে.....৭০
الذى এবং ن الذى । ৭০
الله اكبار বলা ৭১
الله শব্দের 'আলিফ' কে টেনে পড়া.....৭১
আল্লাহ তায়ালার ছায়ায় আশ্রয় ৭১
আগত ব্যক্তি ইমামকে রুকুতে পেলে কী করবে?.....৭২
আমরদকে ইমাম বানানো.....৭২
اَنَا শব্দের আলিফ পড়া ৭২
আঙ্গুলের উপর গণনা করা ৭২
আঙ্গুল মটকানো.....৭৩
আওয়াবিন নামাযের নিয়ত.....৭৩
আওসাতে মুফাস্সাল.....৭৩
আসরের নামায.....৭৩
আসরের নামাযের পর অযীফা পড়ার কারণ ৭৪
আউলিয়া কেরামের আমল.....৭৪
আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া.....৭৪

বিষয় পৃষ্ঠা

আশ্চর্য খবর শুনে 'সুবহানাল্লাহ' বলা ৭৪
আঁটসাট পায়জামা পরিধানকারীর ইমামতি ৭৪
ইকতেদা শুদ্ধ হবে না ৭৫
ইকতিদার নিয়ত করা ৭৫
ইকতিদার জায়গা এক হওয়া ৭৫
ইকামত ৭৬
ইকামত শুরু করার জন্য ইমামের মুসল্লায় দাঁড়ানো জরুরি নয় ৭৬
ইকামত আরবী ভাষায় হওয়া জরুরি ৭৭
ইকামতের পর অন্য নামায শুরু করা ৭৭
ইকামতের আগে দাঁড়ানো ৭৭
ইকামতের সময় মুক্তাদী কখন দাঁড়াবে? ৭৮
ইকামতের সময় ডানে-বামে মুখ ফেরানো ৭৯
ইকামতে কখন দাঁড়ানো উচিত? ৭৯
ইচ্ছার বিপরীত সুরা পড়ে ফেললে ৮০
ইতালীয় বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতা ৮০
ইনজেকশন ৮০
ইমামের অনুসরণ করা ৮০
ইমাম অনুচ্চস্বরে কেরাত পড়বে ৮১
ইমামের আওয়াজ উঁচু করার পর্যায় ৮১
ইমাম উঁচু জায়গায় দাঁড়ালে ৮১
ইমাম সেজদায়ে সাহু করার পর মাসবুক তার ইকতিদা করলে ৮২
ইমাম হওয়ার অধিক যোগ্য ৮২
ইমাম কখন তাকবীর বলবে ৮৩
ইমামতের নিয়ত ৮৩
ইমামতের জন্য বংশের বিবেচনা করা জরুরি নয় ৮৪
ইমামতি করা মাকরূহ ৮৪
ইমাম তৃতীয় সেজদায় চলে গেলে ৮৪
ইমাম কখন দু'আ করবে ৮৫
ইমাম সালাম ফেরানোর সময় ৮৫
ইমাম সালাম ফেরানোর পর কোন দিকে মুখ করে বসবে? ৮৫

বিষয় পৃষ্ঠা

ইমামের আগে রুকন আদায় করা....৮৬
ইমামের আগে মুক্তাদীর সালাম ফেরানো....৮৬
ইমামের আগে কোনো রুকন আদায় করলে....৮৭
ইমামের আগে কোনো কাজ করা....৮৭
ইমামের আগে রুকু-সেজদা করা....৮৭
ইমামের প্রতি অসন্তুষ্টি....৮৮
ইমাম কাতার সোজা করাবেন....৮৮
ইমাম শেষ বৈঠকের পর দাঁড়িয়ে গেলে....৮৮
ইমাম শেষ বৈঠকের পর দাঁড়িয়ে গেল, মাসবুক ইমামের অনুসরণ করল....৮৯
ইমাম প্রথম বৈঠক না করে ভুলে দাড়িয়ে গেলে....৮৯
ইমামের ইকামত বলা....৮৯
ইমাম সাহেব উপর তলায় দাঁড়ানো....৮৯
ইমামের উঁচু জায়গায় দাঁড়ানো....৮৯
ইমামের 'সুতরা' মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট....৯০
ইমাম কাতারের মাঝে দাঁড়ানো....৯০
ইমাম কাফের ছিল....৯০
ইমাম কারো রেয়াত করে কেরাত লম্বা করা....৯০
ইমাম মাঝ মেহরাব থেকে সরে দাঁড়ানো....৯০
ইমামের অজু ভেঙ্গে গেলে....৯১
ইমাম কাকে বানাবে....৯১
ইমাম সাহেব কা'বার ভেতরে হলে....৯২
ইমামকে যে অবস্থায় পাবে শরীক হয়ে যাবে....৯২
ইমামের হদস হলে....৯২
ইমামের ভুল হওয়ার পর অযু ভেঙ্গে গেলে....৯৩
ইমাম সাহেব কাতারের মাঝ বরাবর দাঁড়ানো উচিত....৯৪
ইমাম কোথায় দাঁড়াবে?....৯৪
ইমামের আওয়াজ....৯৪
ইমামের আওয়াজ শুনে ইকতিদা করা....৯৫
ইমামের অনুসরণ করার তিন অবস্থা....৯৫
ইমামের তেলাওয়াত ও আধুনিক বিজ্ঞান....৯৬

বিষয় পৃষ্ঠা

ইমামের অবস্থা জানা থাকা ৯৬
ইমাম দু'আ করার সময় মুক্তাদী কী করবে? ৯৭
ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব ৯৭
ইমামের নামায ফাসেদ হয়ে গেলে ইমাম কী করবে? ৯৭
ইমামের নামায ফাসেদ হয়ে গেছে ৯৮
ইমামের নামায হয় নাই ৯৮
ইমামের কারণে মুক্তাদীর উপর সাহু সেজদা ওয়াজিব ৯৮
ইমামের পেছনে কুরআন পড়া ৯৯
ইমামের পেছনে কম দূরত্বে কাতার করা ৯৯
ইমামের ডানে-বামে দাঁড়ানো ৯৯
ইমামের সাথে একজন পুরুষ হলে ৯৯
ইমামের সাথে দু'আ করা ১০০
ইমামের সাথে দুই ব্যক্তি হলে ১০০
ইমামের সাথে নামাযীর রুকু বাকি থাকলে ১০০
ইমামের সাথে মুক্তাদীর সেজদা রয়ে গেলে ১০১
ইমামের সাথে সেজদায়ে সাহু একটি পেলে ১০১
ইমাম ছাড়া অন্যকে লোকমা দেয়া ১০১
ইমামের নিকট কে দাড়াবে? ১০১
ইমাম মুক্তাদীর লুকমা গ্রহণ করা ১০১
ইমাম এবং মুক্তাদীর নামায ভিন্ন ভিন্ন না হওয়া ১০২
ইমাম মুক্তাদীদেরকে নির্দেশ করবে ১০২
ইমাম না করলে মুক্তাদীও করবে না ১০২
ইমাম এক সেজদা করেছে আর মুক্তাদী দুই সেজদা ১০৩
ইমাম সালামের পর সেজদায়ে সাহু করলো, এখন মাসবূক কী করবে? ১০৩
ইমাম সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ পড়েনি ১০৪
ইমাম সূরা নাস পড়লে মাসবূক কী করবে? ১০৪
ইমাম নিজের কুফর কথা স্বীকার করলে ১০৪
ইমাম লুকমা গ্রহণ করেনি ১০৫
ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে দূরত্ব ১০৫
ইমাম সাহেব হালকা নামায পড়াবে ১০৫

বিষয় **পৃষ্ঠা**

ইমামের পরিবর্তনের অবস্থা জানা থাকা ১০৫
ইমাম তৃতীয় রাকাতে বসে গেলে ১০৫
ইমামের আগে তাকবীর বলবে না ১০৬
الينا শব্দের জায়গায় علينا পড়া ১০৬
ইশরাকের নামায ১০৬
ইশরাকের নামাযের ফযিলত ১০৬
ইশরাক নামাযের নিয়ত ১০৭
ইশারা ১০৭
ইশারায় নামায আদায়কারী রুকু-সেজদায় সক্ষম হওয়া ১০৮
ইশারা দ্বারা নামায আদায় জায়েয হওয়ার হেকমত ১০৮
ইস্তেখারার হাকিকত ১০৮
ইসতেখারার নামায ১০৮
ইসতিসকার নামায ১১০
ইসতিসকার দু'আ ১১১
ইসতেসকার নামাযে চাদর উল্টানোর হেকমত ১১১
ইসলামের শি'আর ১১২
ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি ১১৩
ইহরামের নামায ১১৩
ইয়ারকণ্ডিশান ১১৩
ইয়ারকণ্ডিশনের কারণে দরজা বন্ধ করা ১১৩
উত্তম ব্যক্তিকে ইমাম বানাবে ১১৪
উচ্চস্বরে اعوذ بالله পড়ে ফেললে ১১৪
উত্তম মসজিদ ১১৪
উম্মীকে খলীফা বানিয়ে দিলে ১১৪
উম্মী কুরআনের আয়াত শিখে নিলে ১১৫
উট বাঁধার স্থানে নামায পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ১১৫
উচ্চ আওয়াজে بسم الله الرحمن الرحيم পড়া ১১৫
উচ্চ আওয়াজে কেরাত পড়ার সীমা ১১৬
এশার নামায ১১৬
এক রাকাতে একাধিক সূরা পড়া ১১৭

বিষয় পৃষ্ঠা

এক সূরা থেকে অন্য সূরায় চলে গেলে ১১৭
একই সূরা দুই রাকাতে পড়া ১১৭
এক মিছাল ১১৭
একই সূরার কিছু কিছু আয়াত পড়া ১১৮
এক তাসবীহ এর জায়গায় অন্য তাসবীহ পড়া ১১৮
একাকী কাতারে দাঁড়ানো ১১৯
একাকী ফরয নামায পড়াবস্থায় জামাত দাঁড়ালে ১১৯
এশার আগে তারাবীহ পড়ে নিলে ১১৯
কপাল এবং নাকে জখম থাকলে ১২০
কপালে মাটি লাগলে ১২০
কপালের মাটি পরিষ্কার করা ১২০
কাতারের ডানে-বামে দাঁড়িয়ে ইকামত বলা ১২০
কাতার থেকে আগে পিছে হওয়া ১২০
কিয়াম অবস্থায় তাশাহুদ পড়লে ১২১
কেরাতে তাজবীদের প্রতি খেয়াল না করা ১২১
কোনো কিছুর টুকরা মুখে রেখে নামায পড়া ১২১
কোনো কাজের মাধ্যমে নামায শেষ করা ১২২
গেঞ্জি পরে নামায পড়া ১২২
চোখের অপারেশন হলে ১২২
চোখের ইশারায় নামায পড়া ১২২
ছবি ঢেকে রাখা ১২২
ছবি ছোট হলে ১২৩
ছবিযুক্ত কাপড় ১২৩
জবর দখল করা জমিতে নামায ১২৩
জামার হাতা ১২৩
জামার হাতা নামানো ১২৩
জামাতে উত্তম লোক কোথায় দাঁড়াবে? ১২৪
জোরে তাসবীহ পড়া ১২৪
জ্বলন্ত আগুন সামনে নিয়ে নামায পড়া ১২৪
টাই পরে নামায পড়া ১২৪

বিষয় **পৃষ্ঠা**

টাখনু ঢেকে নামায পড়া ১২৫
টাখনু ঢেকে রাখা ১২৫
টাখনুর নিচে পায়জামা পরিধানকারীর ইমামতি ১২৬
টিভির কামরা ১২৬
টেলিভিশন দেখে এমন লোকের ইমামতি ১২৬
টেলিভিশনের মাধ্যমে ইকতিদা করা ১২৬
টুপি পরে নামায পড়া ১২৭
তওবা দ্বারা ফরয মাফ হয় না ১২৮
তওবা দ্বারা কাযা মাফ হয় না ১২৮
তওবার নামায ১২৮
তরজমা পড়ে ফেললেন ১২৯
তাওহীদের প্রতি ইশারা ১২৯
তাকবীর ১৩০
তাকবীর বলার সহীহ তরীকা ১৩০
তাকবীরে উলা ফওত হওয়ার আফসোস ১৩২
তাকবীরে উলার সাওয়াব ১৩২
তাকবীরে উলার ফযীলত ১৩২
তাকবীরে তাহরিমা ১৩২
তাকবীরে তাহরিমা রুকুতে ঝুকার সময় বলা ১৩৩
তাকবীরে তাহরিমা রুকন না শর্ত? ১৩৪
তাকবীরে তাহরিমা সহীহ হওয়ার শর্ত আটটি ১৩৪
তাকবীরে তাহরিমা বলেই রুকুতে চলে গেলে ১৩৫
তাকবীরে তাহরিমা বলার সুন্নত তরীকা ১৩৫
তাকবীরে তাহরিমার ব্যাপারে সন্দেহ হলে ১৩৭
তাকবীরে তাহরিমার পর সাথে সাথে হাত বেঁধে নেবে ১৩৭
তাকবীরে তাহরিমার পর হাত বাঁধা সুন্নত ১৩৭
তাকবীরে তাহরিমার পর হাত বেঁধে নেবে ১৩৭
তাকবীরে তাহরিমার জন্য হাত উঠানোর সময় ১৩৮
তাকবীরে তাহরিমার সময় মাথা না ঝুঁকানো ১৩৮
তাকবীরে তাহরিমা মুক্তাদী আগে বললে ১৩৮

বিষয় পৃষ্ঠা

তাকবীরে তাহরিমার সময় উভয় হাত উঠানোর রহস্য ১৩৮
তাকবীরে তাহরিমার সময় মহিলার হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবার কারণ..... ১৩৯
তাকবীরে তাশরীক..... ১৩৯
তাকবীরে তাশরীকের কাযা ১৪০
তাকবীরে তাহরিমা ভুলে গেলে..... ১৪০
তাকবীর বলার সুন্নত তরীকা..... ১৪১
তাছভীব, আযানের পর পুনরায় নামাযের জন্য ডাকা..... ১৪১
তা'দীলে আরকান..... ১৪২
তা'দীলে আরকান করেনি..... ১৪২
তারতীব ১৪৩
তারতীব খতম হওয়ার পরের হুকুম..... ১৪৪
তারতীব সাকিত হয়ে যায়..... ১৪৪
তারতীবের জ্ঞান না থাকা ১৪৭
তারতীব কয় ওয়াক্ত পর্যন্ত বাকি থাকে ১৪৭
তারতীবের খেলাফ সূরা পড়া..... ১৪৭
তারতীবের খেলাফ সূরা শুরু করার পর তারতীব মুতাবিক পড়া ১৪৮
তারতীবের খেলাফ কেরাত পড়া ১৪৮
তারতীব বজায় রাখা ওয়াজিব..... ১৪৯
তারাবীহ..... ১৪৯
তারাবীহ পুরো রমযানে সুন্নত ১৪৯
তারাবীহ নামাযের তরীকা..... ১৪৯
তারাবীহ নামাযের সময়..... ১৪৯
তারাবীহ শুরু এবং শেষ..... ১৫০
তারাবীহ নামাযের ফযীলত ১৫০
তারাবীহ নামায..... ১৫০
তারাবীহ এর নিয়ত..... ১৫১
তারাবীহ এর বিরতিতে কী করবে? ১৫১
তারাবীহতে চার রাকাত পর বসা ১৫২
তারাবীহতে সাহু সেজদা ওয়াজিব হলে ১৫২
তামাক বা জর্দা..... ১৫২

বিষয় **পৃষ্ঠা**

তালহীন বা সুরেলা আওয়াজ ১৫২
তাশাহুদ পড়া ১৫৩
তাশাহুদ পড়া ওয়াজিব ১৫৩
তাশাহুদ ছেড়ে দিলে ১৫৩
তাশাহুদ পাঠের হাকীকত ১৫৪
তাশাহুদ পরিমাণ বসা ১৫৬
তাশাহুদের পর চুপ করে বসে থাকা ১৫৬
তাশাহুদ পড়ার পর দুরূদ শরীফ পড়ে ফেললে ১৫৬
তাশাহুদে ইশারা করা ১৫৭
তাশাহুদ পড়তে ভুলে গেলে ১৫৭
তাশাহুদ পূর্ণ হওয়ার আগেই ইমাম দাঁড়িয়ে গেলে ১৫৮
তাশাহুদ পূর্ণ হওয়ার আগে ইমাম সাহেব সালাম ফেরালে ১৫৮
তাশাহুদ দুইবার পড়ে ফেললে ১৫৮
তাশাহুদ ভুল পড়লে ১৫৮
তাশাহুদের পরিবর্তে সূরা ফাতেহা পড়লে ১৫৮
তাশাহুদ পড়ার পর ভুল হলে ১৫৮
তাশাহুদ পড়ার পর দাঁড়াতে দেরি করলে ১৫৯
তাশাহুদের কিছু অংশ পড়া বাকি থাকলে ১৫৯
তাশাহুদের জায়গায় ফাতেহা পড়লে ১৫৯
তাশাহুদের পর ফাতেহা পড়লে ১৫৯
তাশাহুদে সালাম নির্ধারিত হওয়ার তাৎপর্য ১৫৯
তাশাহুদে নেক বান্দাদের প্রতি সালাম নির্ধারিত হওয়ার হেকমত ১৬০
তাসবীহ কতবার পড়বে? ১৬০
তাসবীহ ১৬০
তাসবীহ পড়ার ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ করা ১৬১
তাহাজ্জুদ নামাযের উপকারিতা ১৬১
তাহাজ্জুদের নামায ১৬১
তাহাজ্জুদ নামাযের ওয়াক্ত ১৬২
তাহাজ্জুদের রাকাত সংখ্যা ১৬২
তাহাজ্জুদ নামাযে কেরাত ১৬২

বিষয় পৃষ্ঠা

তাহাজ্জুদ নামাযের কাযা ১৬২
তাহাজ্জুদ নামায ১৬৩
তাহাজ্জুদ নামাযের পার্থিব উপকারিতা ১৬৪
তাহাজ্জুদের নিয়ত ১৬৪
তাহাজ্জুদের পর শোয়া ১৬৪
তাহাজ্জুদের জন্য আযান দেয়া ১৬৫
তাহাজ্জুদের জন্য কখন উঠবে? ১৬৫
তাহাজ্জুদ বিতরের পরে পড়া ১৬৫
তাহিয়্যাতুল মসজিদ ১৬৬
তাহিয়্যাতুল মসজিদ দিনে একবার পড়া সুন্নত ১৬৭
তাহিয়্যাতুল অযু ১৬৭
তায়াম্মুম দ্বারা নামায আদায়কারী পানি পেলে ১৬৮
তায়াম্মুম কখন করতে পারে? ১৬৮
তায়াম্মুমকারী ইমামের পেছনে অযুকারীর ইকতিদা ১৬৯
তায়াম্মুমকারী ইমাম পানি পেলে ১৬৯
তায়াম্মুমকারী ইমাম ১৬৯
তায়াম্মুমকারী অযু করতে সক্ষম হলে ১৬৯
তায়াম্মুম না করা ১৭০
তিনবার তাসবীহ পড়ার আগে মাথা উঠানো ১৭০
তৃতীয় রাকাতে ভুলে বসে গেলে ১৭০
তৃতীয় রাকাতে বসে গেলে ১৭০
দাড়ি, গোঁফ বিহীন বালককে কাতারে দাঁড় করানো ১৭১
দাঁড়িয়ে اللهُ শব্দ এবং রুকুতে اكبر শব্দ বলা ১৭১
দাঁড়িয়ে আযান দেয়া ১৭১
দুরূদ শরীফের আশ্চর্য ফল ১৭১
ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নামায পড়া ১৭২
নামাযে আল্লাহ তায়ালার সামনে দাঁড়ানো ১৭২
নামাযে 'আহ' শব্দ করা ১৭২
নামাযে 'উফ' শব্দ করা ১৭২
নামাযে এদিক-সেদিক তাকানো ১৭৩

বিষয় **পৃষ্ঠা**

নামাযে কথা বলা ১৭৩
নামাযে চোখ খোলা রাখা ১৭৩
নামাযে চোখ বন্ধ রাখা ১৭৩
নামাযে চোখ বন্ধ করে নেয়া ১৭৪
নামাযে শব্দ হওয়া ১৭৪
নামাযে দু'আ ও যিকির পড়া ১৭৪
নামাযে থেকে আযানের জবাব দেয়া ১৭৪
নামাযের ওয়াক্ত ১৭৪
নামাযের সময় সূচি ও আধুনিক বিজ্ঞান ১৭৫
নামাযের পর ইস্তিগফার পড়া ১৭৫
নামাযে শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করার হেকমত ১৭৫
নামাযে দৃষ্টিকটু আকৃতি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ১৭৬
নামাযে বেহুশ হয়ে গেলে ১৭৬
নামাযে পায়খানার চাপ পড়লে ১৭৭
নামাযে স্বাভাবিকভাবে পা ফাঁক করে রাখা ১৭৭
নামাযে পেটে ভুটভাট শব্দ হলে ১৭৮
নামাযে পেশাব চাপ দিলে ১৭৮
নামাযে কপাল এবং নাকের হুকুম ১৭৮
নামাযে পানি পান করা ১৭৯
নামাযের প্রতি দুই রাকাতে তাশাহুদ নির্ধারিত হওয়ার কারণ ১৭৯
নামাযে মহিলার টাখনু খোলা থাকলে ১৭৯
নামাযে টুপি পরা ১৭৯
নামাযে টুপি পড়ে গেলে ১৮০
নামাযে থুথু ফেললে ১৮০
নামাযের বাইরের কেউ লুকমা দিলে ১৮০
নামাযীকে চুমু খাওয়া ১৮১
নির্বোধ বালেগকে বাচ্চাদের কাতারে দাঁড় করানো ১৮১
নিরক্ষর ব্যক্তি সূরা ইয়াদ করে নিলে ১৮১
নিরক্ষরের ইমামতি ১৮১
নিরক্ষর উম্মীর পেছনে ইক্তিদা ১৮২

বিষয় পৃষ্ঠা

নির্বোধকে ইমাম বানানো ১৮২
নিম্নোক্ত চার বিষয়ে ইমামের অনুসরণ না করা ১৮২
নিম্নোক্ত নয়টি বিষয়ে ইমামের অনুসরণ করবে না ১৮৩
নিয়ত সহীহ হওয়া ১৮৪
পছন্দনীয় ইবাদত ১৮৪
পর্দার পেছনে থেকে ইকতিদা করা ১৮৪
পরস্পরে মিলে জামাতে নামায পড়া ১৮৪
পঞ্চম রাকাতে ইকতিদা করা ১৮৪
পা ১৮৫
পা ছড়িয়ে বসা ১৮৫
পাগলের নামায ১৮৫
পাতলা কাপড় পরে নামায পড়া ১৮৫
পরে আসা মুসল্লী কিভাবে রুকুতে যাবে? ১৮৬
পাসপোর্ট সাথে নিয়ে নামায পড়া ১৮৬
পান মুখে নিয়ে নামায পড়া ১৮৭
পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রমাণ ১৮৭
পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের রহস্য ১৮৭
পাগড়ির পেঁচ ১৮৭
পায়জামা ১৮৮
পায়জামার ফিতা বাধা ১৮৮
পায়জামা বারবার উঠানো ১৮৮
পায়খানা চেপে রেখে নামায পড়া ১৮৮
পট্টি নাপাক হলে ১৮৯
পিয়াজ খেয়ে নামায পড়া মাকরূহ ১৮৯
পুরকে বারিক পড়া ১৮৯
পোষ্ট কার্ড ১৮৯
প্রফেসর ডা. বার্থম জোযিফ এর অভিজ্ঞতা ১৮৯
প্রথম বৈঠক করেনি ১৯০
প্রথম রাকাতে লম্বা সূরা পড়া ১৯০
প্রথম রাকাতে ইমাম বসে গেলে ১৯০

বিষয় **পৃষ্ঠা**

প্রথম রাকাতে ভুলে বসে গেলে..... ১৯০
প্রথম দুই রাকাতে সূরা না পড়লে..... ১৯১
প্রথম কাতারে জায়গা খালি থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় কাতার করা..... ১৯১
প্রথম যুগের নামাযী..... ১৯১
প্রাইজবন্ড সংরক্ষণকারীর ইমামতি..... ১৯৭
প্রাণীর ছবিযুক্ত কামরা..... ১৯৭
প্রাণীর ছবিযুক্ত জায়নামায..... ১৯৭
প্লাষ্টিকের উপর নামায..... ১৯৮
পেছন থেকে কেরাত বারবার পড়া..... ১৯৮
পেশাব আটকে রেখে নামায পড়া..... ১৯৮
পেশাবের শিশি পকেটে রেখে নামায পড়া..... ১৯৯
পেশাবের থলি নিয়ে ইমামতি করা..... ১৯৯
পেশাবের রোগীর নামায..... ১৯৯
প্যান্ট পরে নামায পড়া..... ১৯৯
ফজরের নামায..... ১৯৯
ফটো..... ২০০
বড় বড় সূরা পড়া..... ২০২
বধিরের নামায..... ২০২
বসে আযান দেয়া..... ২০৩
বসে জামাত হলে..... ২০৩
বসে নামায পড়া..... ২০৩
বসে নামায পড়তে সক্ষম নয়..... ২০৪
বসে নামায পড়ার তরীকা..... ২০৪
বসে নামায পড়ার সময় দৃষ্টি কোথায় রাখবে?..... ২০৫
বসে নামায পড়ার সময় দাঁড়ানোর শক্তি ফিরে আসা..... ২০৫
বসে নামায আদায়কারী কীভাবে বসবে?..... ২০৫
বসে ইমামতি করা..... ২০৫
বসার নিষিদ্ধ সুরত..... ২০৫
বাকি রাকাত পূর্ণকারীদের ইকতিদা..... ২০৬
বাচ্চা মায়ের দুধ পান করা..... ২০৬

বিষয় পৃষ্ঠা

বাচ্চাদের কাতারের সামনে জায়গা খালি থাকলে ২০৬
বাচ্চার ইকামত ২০৭
বাচ্চা দুধ পান করে ফেললে ২০৭
বাচ্চার শরীরে নাপাক থাকলে ২০৭
বাচ্চার কাপড়ে নাপাক থাকলে ২০৭
বাচ্চা মায়ের স্তন চুষে ফেললে ২০৭
বাদ্যযন্ত্র বাজানো ২০৭
বারান্দায় নামায পড়া ২০৮
বালকের আযান ২০৮
বালকদের কাতার ২০৮
বালেগ হওয়া ২০৯
বালিশের উপর সেজদা করা ২০৯
'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দিলে ২১০
বিসমিল্লাহ বলা ২১০
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া ২১০
বিদ'আতীর ইমামতি ২১২
বেনামাযীর শাস্তি ২১৩
বেনামাযীর পক্ষ থেকে ফেদিয়া দেয়া ২১৩
বে-নামাযীর হাশর ২১৪
বোমাবাজি হলে ২১৫
বিড়ি, সিগারেট ২১৫
বিতরের আগে তারাবীহ পড়া ২১৫
বিলম্ব হেতু সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার কারণ ২১৫
বিলম্বে ফরজ আদায় করা ২১৫
বিলম্ব করা ২১৫
বিলম্বের কারণে সাহু সেজদা ওয়াজিব হয় ২১৬
বিলম্বে ওয়াজিব আদায় করা ২১৬
বৈদ্যুতিক পাখা ২১৬
ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ করা ২১৬
বৃষ্টির কারণে নামায ভঙ্গ ২১৭

বিষয় **পৃষ্ঠা**

ভুলে বিসমিল্লাহ ছুটে গেলে ২১৭
ভাং ২১৭
মহিলাদের চুল ২১৭
মানুষের চেহারার দিকে রুখ করে নামায পড়া ২১৭
মাগরিবের নামায ও আধ্যাত্মিক রশ্মি ২১৮
মাগরিবের আগে ও পরে তাহিয়্যাতুল অযু পড়া ২১৮
মাগরিবের সময় তাহিয়্যাতুল অযু পড়া ২১৮
মাগরিবের ফরয নামাযের আগে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া ২১৮
মাথার চুল বেঁধে নামায পড়া ২১৯
মেথরের নামায ২১৯
মুকতাদী ইমামের আগে আল্লাহু শব্দ বললে ২১৯
মুকীম অবস্থায় নামায কাযা হলে ২১৯
মুকীম অবস্থায় কাযা নামায আদায় ২১৯
মুচকি হাসা ২২০
মুনফারিদ বা একাকী নামায আদায়কারীর কেরাত ২২০
মুনফারিদের কেরাতের আওয়াজের পরিমাণ ২২০
মুক্তাদী তাশাহুদ পড়ে ফেললে ২২০
যাদের পেছনে ইকতেদা সহীহ হবে না ২২১
যোহরের নামায ২২৩
রাতে বালেগ হলে ২২৩
রুকুতে তাশাহুদ পড়লে ২২৪
রুকু ও সেজদায় পুনঃ পুনঃ তাকবীর বলার হেকমত ২২৪
রোমাল ২২৫
লাফ দিয়ে সামনের কাতারে বসা ২২৫
লুঙ্গি পরে নামায পড়া ২২৫
লেখার উপর দৃষ্টি পড়া ২২৫
শুধু কপাল দ্বারা সেজদা করা ২২৫
শুধু টুপি পরে ইমামতি করা ২২৬
শেষ বৈঠকে ভুলে দাড়িয়ে গেলে ২২৬
শেষ বৈঠকে মুক্তাদির তাশাহুদ পড়া পূর্ণ না হলে ২২৬

বিষয় পৃষ্ঠা

সময়ের সংকীর্ণতার কারণে তায়াম্মুম করা ২২৬
সন্তানকে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া ২২৬
সন্তানকে নামায পড়ার জন্য বাধ্য করা ২২৭
সুবহে সাদিকের পর তাহিয়্যাতুল অযু পড়া ২২৭
সরবে কেরাত পড়া ২২৮
সরব নামাযে নীরবে কেরাত পড়া ২২৮
সানার পরে اعوذ بالله পড়ার তাৎপর্য ২২৯
সাহেবে তারতীব ২২৯
সেজদার সময় বাহু কিভাবে রাখবে? ২২৯
সেজদায় তাশাহুদ পড়লে ২২৯
সেজদার মাধ্যমে আলসারের চিকিৎসা ২২৯
সূর্য উঠে গেলে ২৩০
সূরা বা আয়াতের জবাব দেয়া ২৩০
সূরা ফাতিহার পূর্বে بسم الله পড়া সুন্নত ২৩১
সূরায়ে ফাতেহার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ার কারণ ২৩১
স্ত্রী এবং মাহরামের সাথে জামাত ২৩১
স্ত্রী-স্বামীর ইকতিদায় নামায পড়তে পারবে ২৩১
হাফ হাতা জামা পরে নামায ২৩১
হাত পাখা দিয়ে বাতাস করা ২৩১

সূচীপত্র : ২য় খণ্ড

বিষয় **পৃষ্ঠা**

অন্যের দু'আ শুনে নামাযে আমীন বলা ২৩৫
অন্যের পিঠে সেজদা করা ২৩৫
অনুচ্চ আওয়াযের ব্যাখ্যা ২৩৫
অনুচ্চ আওয়াজে কেরাত পড়ার কারণ ২৩৫
অনুমতি ছাড়া অন্যের যমীনে নামায পড়া ২৩৬
অযুর অবস্থা ২৩৬
অলংকার পরে নামায পড়া ২৩৭
অণ্ডকোষহীন ব্যক্তির ইমামতি ২৩৭
আউযুবিল্লাহর কাইফিয়াত ২৩৭
আত্মহত্যার প্রবণতা হ্রাস ২৩৮
আমলে কাসীর ২৩৮
আযান শ্রবণে অন্তরের অবস্থা ২৩৮
আল্লাহর হুকুম পালন করা ২৩৯
আঁটসাঁট পোশাক পরিধান করা ২৩৯
ইজতিমায়ী দু'আ ২৪০
ইমামের সাথে দু'আ করা ২৪২
ইমামের সাথে রুকু পেলে ২৪২
ইমামের পেছনে সেজদা ছুটে গেলে ২৪২
ইমামের আগে মুক্তাদী সালাম ফেরালে ২৪২
ইমামের সালামের সময় ইকতিদা করলে ২৪৩
ইমামতের অযোগ্য ব্যক্তিকে খলীফা বানানো ২৪৩
ইমামের আগে মুক্তাদী দ্বিতীয় সালাম ফেরালে ২৪৪
ইমামের দ্বিতীয় সালামের আগেই মুক্তাদী কেবলা থেকে মুখ ফেরানো ২৪৪
ইস্তেগফার ২৪৪
উচ্চ আওয়াজে যিকির করা ২৪৫
উচ্চস্বরে কেরাত পড়ার কারণ ২৪৫
উঁচু কোনো বস্তুতে সেজদা করা ২৪৬

বিষয় পৃষ্ঠা

উভয় রাকাতে একই সূরা পড়া ২৪৬
উভয় দিকে সালাম ফেরানোর পর সাহু সেজদা করলে ২৪৬
ঋতুমতীদের জন্য রোযার কাযা আদায় করা এবং নামাযের কাযা আদায় না করার কারণ ২৪৬
ঋতুমতী পাক হয়ে গেলে ২৪৭
এক দিকে সালাম ফেরালে ২৪৭
এক সূরা শুরু করে অন্য সূরা পড়া ২৪৭
এক সূরা দু'রাকাতে পড়া ২৪৭
এক রুকুর কম পড়া ২৪৭
একই আয়াত বারবার পড়া ২৪৮
একই রাকাতে দুই সূরা পড়া ২৪৮
একই ওয়াক্তে দুই ফরয নামায পড়া ২৪৮
এক খুতবার পর ইমামের বসার কারণ ২৪৯
একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা ২৪৯
একই মসজিদে জুমার নামায পড়া ২৫০
ওষুধ সেবনে বেহুশ হলে ২৫০
কওমার অবস্থা ২৫০
কারো অপেক্ষায় জামাত দেরি করা ২৫১
কাপড়ে নাপাক ছিটা পড়লে ২৫১
কা'বা ঘরের ছবি অঙ্কিত জায়নামায ২৫১
কিছু দেরি করে নামায পড়ার পরিণতি ২৫২
কেরাত পড়ার সময় মনের অবস্থা ২৫২
কোনো রুকনকে আগ-পিছ করলে ২৫২
কোনো রুকন দু'বার করলে ২৫৩
কোনো কিছুর উপর ভর করে নামায পড়া ২৫৩
কুষ্ঠরোগী ২৫৩
কোনো কোনো শব্দে দুই কেরাতই জায়েয ২৫৪
খাট-পালঙ্কে নামায পড়া ২৫৪
খলীফা নির্ধারণের পর ইমাম আর ইমাম থাকবে না ২৫৪

বিষয় **পৃষ্ঠা**

খলীফা নিযুক্ত না করে ইমাম চলে গেলে ২৫৫
খালি জায়গা পূর্ণ করার জন্য নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া ২৫৫
খালি মাটিতে নামায পড়া ২৫৫
খেজাব লাগানেওয়ালার ইমামতি ২৫৫
খুতবার সময় হাতে লাঠি রাখা ২৫৬
খুতবার সময় চুপ থাকা ২৫৬
খুশু ওয়ালা নামায কীরূপ হওয়া চাই? ২৫৬
খুশু-খুযু দ্বারা মানসিক ব্যধির নিরাময় ২৫৬
খুতবা পাঠের তরীকা ২৫৭
খুতবা পাঠের পর অযুর প্রয়োজন হলে ২৫৮
খুতবা পাঠের আগে বয়ান করা ২৫৮
খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া জরুরি ২৫৮
খুতবার সময় বাচ্চাদেরকে দুষ্টামী থেকের বারণ করা ২৫৯
খুতবার সময় বসার অবস্থা ২৫৯
খুতবার শুরুতে দুইবার الحمد لله বলা ২৫৯
খুতবার সময় চাঁদা উঠানো ২৫৯
খুতবার সময় নামায পড়া ২৫৯
খুতবার সময় হাত পাখা দিয়ে বাতাস দেয়া ২৬০
খোলা মাথায় নামায পড়া ২৬০
গায়ে চাদর লটকিয়ে নামায পড়া ২৬১
গোসল খানায় নামায নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ২৬১
গ্রেফতারের ভয় হলে ২৬১
গ্রাম্য লোকের ইমামতি ২৬১
ঘরে সুন্নত পড়া ২৬১
ঘুষখোর ২৬২
ঘুষখোরের ইমামতি ২৬২
ঘুষের টাকা পকেটে নিয়ে নামায পড়া ২৬২
ঘুষের টাকার কাপড় ২৬২
চার রাকাতের স্থলে ছয় রাকাত পড়লে ২৬২

বিষয় পৃষ্ঠা

চার রাকাত নামাযের এক রাকাত পেলে ২৬৩
চার রাকাত নামাযে দুই রাকাতে সালাম ফেরালে ২৬৪
চার রাকাত নামাযে দুই রাকাতের পর সালাম ফেরালে ২৬৪
চাটাইয়ের উপর নামায পড়া ২৬৪
চাশতের নামায ২৬৫
চাঁদে নামায ২৬৬
চামড়ার জায়নামাজ ২৬৬
চতুর্থ রাকাত থেকে পঞ্চম রাকাতে দাঁড়িয়ে গেলে ২৬৬
চোরাই কাপড়ে নামায পড়া ২৬৭
চেহারা কুঁচকে যাওয়া ২৬৭
চন্দ্রগ্রহণের নামায ২৬৮
ছয় মাস দিন ছয় মাস রাত হলে নামায কিভাবে পড়বে ২৬৮
ছায়া আসলী ২৬৯
জখম ভালো হয়ে যাওয়ায় পট্টি পড়ে গেলে ২৭০
জলসা ২৭০
জলসা ভুলে গেলে ২৭০
জলসার সুন্নত তরীকা ২৭১
জলসায় দু'আ পড়ার হুকুম ২৭১
জমিন গর্ববোধ করে ২৭১
জামাতের নামায দু' রাকাত পেলে ২৭২
জামাতে শরীক হওয়ার জন্য দৌড়ানো ২৭২
জামার প্রান্ত টানা ২৭২
জারজ সন্তানকে ইমাম বানানো ২৭২
জুমা-দুই ঈদ ও অন্যান্য নামাযে খুতবা প্রদানের কারণ ২৭৩
জালি টুপি পরে নামায পড়া ২৭৩
জালিদার কাপড় পরে নামায পড়া ২৭৩
জান বাঁচানোর জন্য নামায ভেঙ্গে ফেলা ২৭৪
জায়নামাযের কোণা উল্টিয়ে রাখা ২৭৪
জাল্লা জালালুহু বলা ২৭৪

বিষয় **পৃষ্ঠা**

জামাত.....২৭৪
জামাত তরক করা.....২৭৫
জামাত তরকের প্রতি ধমকি.....২৭৬
জামাত তরক করার ওযর.....২৭৬
জামাত থেকে পৃথক হয়ে নামায পড়া.....২৭৭
জামাতের আগে নামায পড়ে ফেলা.....২৭৭
জামাতে আসতে বাধা দেয়া.....২৭৭
জামাত ফৌত হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ.....২৭৮
জামাতে নামায পড়ার সওয়াব.....২৭৮
জামাতের সওয়াব পাওয়া যাবে.....২৭৮
জামাতের নিয়ম আবশ্যক হওয়ার কারণ.....২৭৮
জামাতের হাকীকত.....২৮০
জামাতের হেকমত.....২৮০
জামাতের ফযিলত.....২৮১
জামাতের অনুশীলন করানো.....২৮৩
জামাতের পর জামাত করা.....২৮৩
জামাত তরককারী ফাসেক.....২৮৪
জামাতের আহকাম.....২৮৪
জামাতের কাতারে ফাঁকা না রাখা.....২৮৫
জামাতের সাথে নামায পড়ার হুকুম.....২৮৫
জামাতের উপকারিতা.....২৮৫
জামাতের জন্য সুন্নত আদায়কারীর অপেক্ষা করা.....২৮৬
জামাত পাবে.....২৮৬
জেনে-বুঝে নামায ছেড়ে দেয়া কুফুরী.....২৮৭
জামাতে শরীক হওয়ার পর কাযা নামায স্মরণ হলে.....২৮৭
জুমা.....২৮৭
জুমার মুস্তাহাব ওয়াক্ত.....২৮৭
জুমার সময়.....২৮৭
জুমার আযানের পর গোসল করা.....২৮৮

বিষয় **পৃষ্ঠা**

জুমার আযানের পর অমুসলিম কর্মচারীকে দোকানে বসিয়ে দোকান খোলা রাখা ২৮৮
জুমার আযানের পর বেচাকেনা বন্ধ করা ২৮৮
জুমার জামাত দুই বার করা ২৮৮
জুমার দুই জামাত করা ২৮৯
জুমার সুন্নত ২৮৯
জুমার ফযিলত ২৯০
জুমার নামাযে তাশাহুদে শামিল হওয়া ২৯০
জুমার নামাযের নিয়ত ২৯১
জুমার নামায ঘরে পড়া ২৯১
জুমার নামাযে সেজদায়ে সাহুর পর শামিল হলে ২৯১
জুমার নামাযে আসরের ওয়াক্ত এসে গেলে ২৯১
জুমার দিন বক্তৃতা করা ২৯২
জুমার দিনেও যাওয়ালের ওয়াক্ত আছে ২৯২
জুমার দিন যোহরের নামাযের জন্য আযান দেয়া ২৯২
জুমার জন্য জামাত শর্ত ২৯৩
জুমার জন্য মসজিদ শর্ত নয় ২৯৩
জুমা, দুই ঈদ ও অন্যান্য নামাযে উচ্চস্বরে কেরাত পাঠের কারণ ২৯৩
জানাবত বা অপবিত্রতা ২৯৪
জানাবত অবস্থায় ইমাম নামায পড়িয়ে ফেললে ২৯৫
জানাযার নামাযের জামাত ২৯৫
জানাযা একাধিক হলে ২৯৫
জান্নাতে ঘর তৈরি করুন ২৯৫
জামাতে কাতারবন্দির কারণ ২৯৬
জামাত না পেলে নামায কোথায় পড়বে ২৯৭
জামাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত ২৯৭
জামাত ওয়াজিব যাদের উপর ২৯৭
জামাত হয়ে গেলে করণীয় ২৯৭
জামাত হচ্ছে আগত ব্যক্তি কী করবে? ২৯৮
জাহাজ ঘাটে থাকলে জুমা কী করবে? ২৯৮

বিষয় **পৃষ্ঠা**

জুনুবী ২৯৮
জুনুবী কখন তায়াম্মুম করতে পারবে ২৯৮
জুতা ২৯৯
জুমার দিন মহিলারা যোহরের নামায পড়বে ৩০০
জেহের বা উচ্চ আওয়াজের ব্যাখ্যা ৩০০
জেহের না করলে ৩০০
জেহরী নামায ৩০০
জেহরী নামায একাকী শুরু করার পর অন্য কেউ তার ইকতিদা করলে ৩০১
জেহরী নামায একাকী পড়লে ৩০১
জেহরী নামাযে আস্তে পড়া শুরু করলে ৩০১
জেলখানায় নামায পড়া ৩০১
জ্বলন্ত চুলা সামনে রেখে নামায পড়া ৩০২
ঠিক দুপুরের সময় নামায পড়া ৩০৩
ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা ৩০৩
ডাক্তার নামায পড়তে নিষেধ করেছে ৩০৪
তাকবীরে তাহরিমার অবস্থা ৩০৪
তাশাহুদ-এর অবস্থা ৩০৪
তিন সেজদা করে ফেললে ৩০৫
তেলাওয়াতে সেজদার ঘোষণা করা ৩০৫
তেলাওয়াতে সেজদা করতে ভুলে গেলে ৩০৫
তেলাওয়াতে সেজদার পরিবর্তে ফিদিয়া দেয়া ৩০৫
তেলাওয়াতে সেজদার পর পুনরায় সেজদার আয়াত পড়লে ৩০৫
দুই খুতবার মাঝে হাত উঠিয়ে দু'আ করা ৩০৬
দুই ঈদের খুতবায় মুসল্লীদের তাকবীর বলা ৩০৬
দুরূদ শরীফ পড়ার সময় অন্তরের অবস্থা ৩০৬
দারুল হরবে মুসলমান হলে ৩০৭
দাড়িতে হাত বুলানো ৩০৭
দাড়ি কর্তনকারীর ইমামতি ৩০৮
দাড়ি কর্তন করা থেকে তওবা করলে ৩০৮

বিষয় পৃষ্ঠা

দাঁতে খোল বা আবরণ লাগানো.....৩০৯
দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা কোনো কিছু খেলে.....৩০৯
দু'আর প্রথম এবং শেষ শব্দ জোরে বলা.....৩০৯
দু'আর তরীকা.....৩০৯
দু'আর সুন্নত তরীকা.....৩১০
দু'আর হাকীকত.....৩১০
দু'আর আদব.....৩১১
দু'আর মধ্যে সুন্নত কাজ.....৩১২
দু'আয় হাত কোন পর্যন্ত উঠাবে.....৩১২
দু'আর আগে পরে দুরূদ শরীফ পড়া.....৩১২
দু'আর সময় হাত কীভাবে রাখবে.....৩১২
দু'আর সময় মুক্তাদীদের দিকে ফিরে বসা.....৩১২
দু'আ কুনূত পড়া ভুলে গেলে.....৩১২
দু'আ কুনূত পূর্ণ না হতেই ইমাম রুকুতে চলে গেলে.....৩১৩
দু'আ কুনূত পাঠেও ইমামের অনুসরণ করা.....৩১৩
দু'আ কুনূত মুখস্ত না থাকলে.....৩১৩
দু'আ মাসূরা পড়ার কারণ.....৩১৪
দু'আ মাসূরা শেষ হওয়ার আগেই ইমাম সালাম ফেরালে.....৩১৪
দুই সেজদার মাঝে.....৩১৪
দুই মিছাল.....৩১৬
দুই মিছাল ছায়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিরতির পরিমাণ.....৩১৬
দুই সেজদার মাঝে বসার অবস্থা.....৩১৬
দুই ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তে পড়া.....৩১৭
দুই পিলারের মাঝে দাঁড়িয়ে নামায পড়া.....৩১৭
দুই সেজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা.....৩১৭
দুই সেজদা নির্ধারণের কারণ.....৩১৭
দুরূদ শরীফ পড়া.....৩১৮
দুরূদ শরীফ পড়ার হেকমত.....৩১৮
দুরূদ শরীফ অর্ধেক পড়ার পর দু'আ মাসূরা পড়া.....৩১৮

বিষয় **পৃষ্ঠা**

দুরূদ শরীফ না পড়ে ভুলে দু'আ মাসূরা শুরু করলে.....৩১৯
দুরূদ শরীফ শেষ হওয়ার আগেই ইমাম সালাম ফেরালে.....৩১৯
দুরূদ শরীফ দুইবার পড়ে ফেললে.....৩১৯
দুরূদ শরীফ না পড়লে?.....৩১৯
দুরূদ শরীফের পর দু'আ মাসূরা পড়া.....৩১৯
দুঃসংবাদ শুনে ইন্নালিল্লাহ বলা.....৩২০
দোকান হেফাজতের জন্য জামাত তরক করা.....৩২০
দোকানে নামায পড়া.....৩২০
দ্বিতীয় জামাত.....৩২১
দ্বিতীয় সেজদা ভুলে গেলে.....৩২২
দ্বিতীয় রাকাতে পূর্বের সূরা শুরু করলে.....৩২২
দ্বিতীয় রাকাত শুরু.....৩২২
দ্বিতীয় রাকাত.....৩২৪
ধাত্রী.....৩২৪
ধীরস্থিরভাবে রুকু করা.....৩২৪
ধুমপান করে মসজিদে যাওয়া.....৩২৪
ধুতি পরে নামায পড়া.....৩২৪
নামায এক জামে ইবাদত.....৩২৫
নামাযীর সামনে দিয়ে কুকুর-বিড়াল অতিক্রম করা.....৩২৬
নামাযের জন্য জাগ্রত করা.....৩২৬
নামাযের জায়গা পাক হওয়া.....৩২৬
নামাযের জায়গা দখলে রাখা.....৩২৭
নামাযের মানসিক প্রতিক্রিয়া.....৩২৭
নামাযে হাই আসলে.....৩২৭
নামাযে আসন পেতে বসা.....৩২৭
নামাযে আঙ্গুল মটকানো.....৩২৮
নামাযীর সামনে বাতি থাকা.....৩২৮
নামাযে হাঁটাচলা.....৩২৮
নামায চোর.....৩২৮

বিষয় পৃষ্ঠা

নামাযীর সামনে ছোট ছবি থাকলে ৩২৯
নামাযে হাঁচি আসলে ৩২৯
নামাযীর হাঁচির জবাব দেয়া ৩২৯
নামাযের ভেতর পিঁপড়া মারা ৩৩০
নামাযে নড়াচড়া করা ৩৩০
নামাযে আক্রমন করলে ৩৩০
নামায শুরু করার সময় অন্তরের অবস্থা ৩৩০
নাভির নিচের পশম ৩৩১
নামায শেষে দু'আ ও মুনাজাত করা ৩৩১
নামাযীর সামনে রওযা মুবারকের ছবি থাকলে ৩৩২
নামাযে কাঁদা, উহ-আহ শব্দ করা ৩৩৩
নামাযে সানা, তাসবীহ ও তেলাওয়াত জোরে পড়া ৩৩৩
নামাযের প্রতি গুরুত্বারোপ ৩৩৩
নামাযে সাদল করা মাকরূহ ৩৩৩
নামাযে সালামের জবাব দেয়া ৩৩৪
নামাযের সমাপ্তিতে সালাম বলার রহস্য ৩৩৪
নামাযের সুন্নত তরক হলে ৩৩৫
নামাযের সুন্নত ছেড়ে দেয়া ৩৩৫
নামাযের সুন্নত ৩৩৫
নামাযে কোনো কিছু চিন্তা করা ৩৩৯
নামাযের জন্য ঘুম থেকে জাগানো ৩৪০
নামাযে সীনা কেবলা থেকে ঘুরে যাওয়া ৩৪০
নামাযে বক্ষব্যাধির চিকিৎসা ৩৪০
নামাযে থেকে সাপ মারা ৩৪১
নামায ফরয হওয়ার কারণ ৩৪১
নামাযে সুবহানাল্লাহ বলা ৩৪২
নামাযে কারো সতরে দৃষ্টি পড়ে গেলে ৩৪২
নামাযীর সামনে সুতরা রাখার তাৎপর্য ৩৪২
নামাযে অন্যের বলার উপর আমল করলে ৩৪৩

বিষয় **পৃষ্ঠা**

নামাযে ঢেকুর তোলা ৩৪৪
নামাযে ঢেকুর চলে আসলে ৩৪৪
নামাযের পর দু'আ.....৩৪৪
নামাযের সময় মসজিদের দরজা বন্ধ করা ৩৪৫
নামাযে বিভিন্ন বিষয় মনে পড়া.....৩৪৫
নামাযে মনে মনে দু'আ করলে ৩৪৬
নামাযের নিয়তে আসরের স্থলে যোহর বলে ফেললে ৩৪৬
নামাযে সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয়া ৩৪৬
নামাযে সুসংবাদ শুনে الحمد لله বলা ৩৪৬
নামায শুরু করার সময়.....৩৪৬
নামাযে ঢিল ছুঁড়া ৩৪৭
নামাযের মধ্যে ইমাম কর্তৃক খলীফা নির্ধারণ.....৩৪৭
নিজের জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়া ৩৪৮
নিয়তের অবস্থা ৩৪৮
নিয়তের মধ্যে আসরের স্থলে যোহর বললে ৩৪৯
নিয়ত বাঁধা.....৩৪৯
নিয়ত বাঁধার পর দাঁড়ানো অবস্থায় করণীয় ৩৫০
নারী-পুরুষের সতরের পরিমাণ.....৩৫২
নারী-পুরুষের সেজদার পার্থক্য.....৩৫২
পাগলামী ৩৫২
পুরুষ ও মহিলার জলসার পার্থক্য.....৩৫৩
পুনঃ জামাতে নতুন নামাযী শরীক হওয়া.....৩৫৩
প্রকৃত নামাযী ৩৫৪
প্রত্যেক খুতবায় তাশাহুদ নির্ধারিত হওয়ার কারণ.....৩৫৪
প্রত্যেক জুমায় নতুন খুতবা পড়া ৩৫৫
প্রথম কাতার পূর্ণ না হতেই দ্বিতীয় কাতার করা.....৩৫৫
প্রসব বেদনার সময়.....৩৫৫
প্লেনে নামায ৩৫৬
পুরুষের রুকু.....৩৫৬

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রশ্নের জবাব দেয়া ৩৫৭
প্রত্যেক রাকাতে পৃথক পৃথক সূরা পড়া ৩৫৮
প্রথম রাকাতে সূরা নাস পড়লে ৩৫৮
প্রাণীর ছবিযুক্ত টাকা পকেটে নিয়ে নামায পড়া ৩৫৮
ফরয নামাযের রাকাত সংখ্যা ৩৫৮
ফযরের নামায পড়া অবস্থায় সূর্য উঠলে ৩৫৮
ফরয নামাযের আগে ও পরে সুন্নত নির্ধারিত হওয়ার কারণ ৩৫৯
ফরয নামাযের পর মাথায় হাত রেখে পড়বে ৩৫৯
ফরযের উপর জামাতের ফযিলত ৩৫৯
ফাসেদ জামাতের জন্য পুনরায় ইকামত বলা ৩৬০
ফরয নামাযের পর দু'আ করা ৩৬০
ফরযের উপর সুন্নতের ফযীলত ৩৬১
বসে বসে খুতবা পাঠ করা ৩৬১
বসে রুকু করার তরীকা ৩৬১
বাম দিকে সালাম ফিরালে ৩৬২
বাম দিকে সালাম করে সাহু সেজদা করেছে ৩৬২
বায়ুরোগ ৩৬২
বায়ু আটকিয়ে নামায পড়া ৩৬৩
বিত্‌রের নামাযে দু'আয়ে কুনূত ৩৬৪
বুকের উপর হাত বাঁধার কারণ ৩৬৪
মসজিদে প্রবেশ করে সালাম করা ৩৬৪
মসজিদে জামাত হয়ে গেলে ৩৬৫
মহিলাদের উপর জুমা ফরয নয় ৩৬৫
মিথ্যাভাষীকে ইমাম বানানো ৩৬৬
মুনফারিদের হদস হলে ৩৬৬
মুসাফির ইমামের উপর সাহু সেজদা ওয়াজিব বলে ৩৬৬
মসজিদে যাওয়ার সময় অন্তরের অবস্থা ৩৬৭
মসজিদের দরজায় নামায পড়া ৩৬৭
মহিলাদের নামাযের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ৩৬৭

বিষয় **পৃষ্ঠা**

মহিলাদের নামায পড়ার তরীকা.....৩৬৮
মহিলারা নামায শুরু করার আগে.....৩৬৯
মস্তিষ্কের যাবতীয় রোগ ব্যাধি.....৩৭০
মহিলাদের রুকু.....৩৭০
মুয়াযযিন দু'আর শুরুতে اللهم امين বলার পাবন্দী করা.....৩৭১
মুক্তাদীর রুকু ছুটে গেলে.....৩৭১
মহিলারা কীভাবে সেজদায় যাবে.....৩৭১
মাকরূহ ওয়াক্তে সেজদা করা.....৩৭১
মাথায় ইশারা করতে সক্ষম নয়.....৩৭২
মাথা খোলা রাখা বে-আদবী.....৩৭২
মাঝখানে সূরা ছেড়ে দেয়া.....৩৭৩
মাটির পবিত্রতা.....৩৭৪
যাদেরকে জামাতে শরীক হওয়া থেকে বাঁধা প্রদান করা যাবে.....৩৭৪
যাকাতের টাকা দিয়ে নামাযের বিছানা কেনা.....৩৭৪
যাওয়ালে আফতাব.....৩৭৪
যৌনরোগ.....৩৭৪
রমযানের শেষ দশকের রাতের ইবাদত.....৩৭৫
রমযানে মাগরিবের জামাতে বিলম্ব করা.....৩৭৫
রহমতের সমুদ্রে ডুবে যায়.....৩৭৫
রাত সংক্ষিপ্ত হলে.....৩৭৫
রাস্তার উপর নামায পড়া নিষেধ হওয়ার কারণ.....৩৭৬
রক্ত বের হলে.....৩৭৭
রাকাতের সংখ্যায় সন্দেহ হলে.....৩৭৭
রাকাত ছুটে যাওয়ার ভয়ে কাতার থেকে দূরেই নিয়ত বাঁধা.....৩৭৮
রাকাত সংখ্যা স্মরণ না থাকলে.....৩৭৮
রেডিওর মাধ্যমে আযান.....৩৭৮
রেশমি কাপড় পরে নামায পড়া.....৩৭৮
রেলগাড়িতে নামায পড়া.....৩৭৯
রেলগাড়িতে সুন্নত ও নফল পড়া.....৩৮০

বিষয় পৃষ্ঠা

রুকনের পরিমাণ ৩৮০
রুকু ৩৮০
রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময় ৩৮২
রুকু এবং সেজদায় তেলাওয়াতে সিজজদার নিয়ত করা ৩৮২
রুকু ছুটে গেলে.....৩৮৩
রুকু দুইবার করে ফেললে.....৩৮৩
রুকু সেজদা করতে অক্ষম ইমামের পেছনে ইকতিদা করা.....৩৮৩
রুকু থেকে উঠার সময় ও পরে.....৩৮৪
রুকুর মাধ্যমে যকৃতের ব্যাধির চিকিৎসা.....৩৮৪
রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো.....৩৮৪
রুকু করতে ভুলে গেলে.....৩৮৫
রুকুর তাকবীর ভুলে গেলে.....৩৮৫
রুকুতে بسم الله বলে ফেললে.....৩৮৫
রুকুতে বেশি দেরি করা ৩৮৫
রুকুতে সেজদার তাসবীহ পড়লে ৩৮৫
রুকুতে শামিল হলে.....৩৮৬
রুকুতে শামিল হওয়ার তরীকা.....৩৮৬
রুকুতে এক তাসবীহ পরিমাণ দেরি করা ওয়াজিব.....৩৮৬
রুকুতে কেরাত শেষ করা ৩৮৬
রুকুতে নারী-পুরুষের পার্থক্য ৩৮৬
রুকু করতে সক্ষম না হলে ৩৮৭
রুকু না করে সেজদায় চলে গেলে.....৩৮৭
রুকু ও সেজদার হাকীকত.....৩৮৭
রুকু সেজদায় সক্ষম নয় ৩৮৮
রুমাল দিয়ে পগাড়ি বাঁধা.....৩৮৮
রুমাল দিয়ে সুতরা বানানো.....৩৮৯
রুকুতে যাওয়ার আগে চুপ করে থাকলে.....৩৮৯
রুকুর অবস্থা ৩৮৯
রুকু থেকে উঠার সময় سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه বলা ৩৮৯

বিষয় **পৃষ্ঠা**

রুখসত নির্ধারিত হওয়ার কারণ ৩৮৯
রুপা সাথে নিয়ে নামায পড়া ৩৯১
রোযা না রাখলেও তারাবীহ পড়বে ৩৯১
রৌদ্র ছেড়ে ছায়ায় নামায পড়া ৩৯১
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রুকু ৩৯২
শেষ বৈঠকে হদসে আকবর হলে ৩৯২
শাড়ি পড়ে নামায পড়া ৩৯৩
শেষ সময়ে হায়েয শুরু হলে ৩৯৩
শরীর পাক হওয়া জরুরি ৩৯৩
শুধু ছোট দুই আয়াত পড়লে ৩৯৪
শুধু সূরা পড়ে রুকুতে গেলে ৩৯৪
ষষ্ঠ রাকাতে ইকতিদা করা ৩৯৪
সতর খুলে গেলে ৩৯৫
সফরে গমন ও প্রত্যাবর্তনকালীন নামায ৩৯৫
সফরের কাযা নামায ৩৯৬
সমুদ্রে সাতার কাটা ৩৯৭
সশব্দে দু'আ করা ৩৯৭
সাত বছর হলে বাচ্চাকে নামাযের হুকুম দেবে ৩৯৭
সানা পড়া ৩৯৮
সানা আস্তে পড়া ৩৯৯
সানা পড়ার কারণ ৩৯৯
সানা ছেড়ে দিলে ৩৯৯
সানার আগে بِسْمِ اللهِ পড়বে না ৪০০
সেজদার সময় চেহারা কোথায় থাকবে ৪০০
সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা ৪০০
সানা এর অবস্থা ৪০০
সালামের অবস্থা ৪০০
সালামের পর ৪০১
সালাম ফেরানোর সময় ৪০২

বিষয় পৃষ্ঠা

সালাতুল খওফ বা ভয়কালীন নামায.....৪০৩
সালাতুল খাওফের প্রথম দল লাহেক ৪০৬
সালাতুল খওফের দ্বিতীয় দল মাসবূক ৪০৬
সালাম এবং বিজ্ঞান.....৪০৭
সালাম ফিরানোর সময় ৪০৭
সালাম ফেরানোর উত্তম তরীকা ৪০৭
সালাম ফেরানোর সুন্নত তরীকা ৪০৮
সালাম ফেরাতে বিলম্ব হলে.....৪০৮
সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করার কারণ.....৪০৮
সালাম ফেরানোর সময় সীনা ঘুরাবে না.....৪০৯
সালাম ফেরানোর সময় মুক্তাদীর শ্বাস ইমামের আগে শেষ হয়ে গেলে ৪০৯
সালাম ফেরানো ছাড়াই সাহু সেজদা করা.....৪০৯
সাহু সেজদা.....৪০৯
সাহু সেজদা করতে ইমামের স্মরণ নেই.....৪১০
সাহু সেজদা করতে স্মরণ নেই ৪১০
সাহু সেজদার পর তাশাহুদ পড়া ৪১১
সাহু সেজদার পর জামাতে শামিল হওয়া ৪১১
সাহু সেজদার পর সূরা ফাতেহা পড়লে.....৪১১
সাহু সেজদা করতে হবে কি না জানে না.....৪১১
সাহু সেজদার ক্ষেত্রে সব নামাযই সমান ৪১২
সাহু সেজদায় সন্দেহ হলে ৪১২
সাহু সেজদা ওয়াজিব ছিল করেনি ৪১২
সিররি নামায.....৪১২
সিররি নামাযের কেরাতের আওয়াজের সীমা ৪১২
সিররি নামাযে জেহরী কেরাত পড়া.....৪১৩
সূরা ফাতেহা পড়ার সময় অন্তরের অবস্থা.....৪১৩
সেজদার অবস্থা.....৪১৪
সেজদায় যাওয়ার সময়.....৪১৫
সেজদার সময় সাত অঙ্গ মাটিতে স্থাপন করবে ৪১৬

বিষয় **পৃষ্ঠা**

সেজদা ৪১৬
সেজদা ও আত্মিক সম্পর্ক ৪১৭
সেজদা এবং বিজ্ঞান ৪১৮
সেজদার আয়াত তেলাওয়াতের পর রুকু করল ৪১৮
সেজদায়ে তেলাওয়াতে বিলম্ব হলে ৪১৮
সেজদা ছুটে গেলে ৪১৯
সেজদা থেকে উঠার তরীকা ৪১৯
সেজদা করতে অক্ষম হলে ৪১৯
সেজদায়ে শোকর ৪১৯
সেজদার মাধ্যমে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় ৪১৯
সেজদা করলে রক্ত পড়ে ৪২০
সেজদায় সন্দেহ হলে ৪২১
সেজদা করলে পেশাবের ফোঁটা আসে ৪২১
সেজদার আয়াত ভুলে গেলে ৪২১
সেজদার তাকবীর ভুলে গেলে ৪২১
সেজদার মধ্যে بِسْمِ اللهِ পড়ে ফেললে ৪২২
সেজদায় যাওয়ার সুন্নত তরীকা ৪২২
সেজদায় রুকুর তাসবীহ পড়লে ৪২২
সেজদা থেকে উঠার সুন্নত তরীকা ৪২২
সেজদার সহীহ তরীকা ৪২৩
সেজদায় পায়ের আঙ্গুল কেবলামুখী থাকবে ৪২৩
সেজদায় উভয় পা জমিনে রাখা ৪২৪
সেজদায় যাওয়ার সময় কী বলবে ৪২৪
সেজদায় যাওয়ার অবস্থা ৪২৪
সেজদায় দেরি করা ৪২৫
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم উচ্চারণ করতে পারে না ৪২৫
সুতরা ৪২৫
সুতরার উদ্দেশ্য ৪২৫
সুতরার প্রয়োজনীয়তা ৪২৫

বিষয় **পৃষ্ঠা**

সুতরার পরিমাণ ৪২৬
স্থান পবিত্র হওয়া এবং বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা ৪২৬
স্যার উইলিয়াম ক্রাক্সের গবেষণা ৪২৭
সস্তা ইমাম ৪২৭
سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ এর ভুল উচ্চারণ করা ৪২৮
সুন্নত এবং ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে কথা বলা ৪২৮
সুন্নত পড়ার জন্য আযানের অপেক্ষা করা ৪২৮
সুন্নত শুরু করার পর জামাত শুরু হলে ৪২৮
সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদাহ পড়ার নিয়ম ৪২৯
সুন্নত এবং ফরয একই স্থানে পড়া ৪২৯
সুন্নত নামাযের কাযা ৪২৯
সুন্নত না পড়ে জামাতে শরীক হওয়া ৪৩০
সুন্নতে মুআক্কাদার প্রত্যেক রাকাতে সূরা মিলানো ৪৩০
সুন্নতে মুআক্কাদার পর নফল পড়া ৪৩০
সুন্নত ও নফল নামায প্রসঙ্গ ৪৩০
সুন্নত নামায ৪৩১
সুন্নত এবং নফল পড়ার স্থান ৪৩১
সুন্নত ও নফলের হেকমত ৪৩১
সুন্নতের পর দু'আর বিধান ৪৩২
সুদের টাকা দিয়ে বানানো ঘরে নামায পড়া ৪৩৩
সূরা মিলানো ৪৩৩
সূরা ফাতেহার আগে সূরা পড়লে ৪৩৪
সূরা ফাতেহার পরে সূরা না মিলালে ৪৩৪
সূরা নির্দিষ্ট করা ৪৩৫
সূরার আগে বিসমিল্লাহ পড়া ৪৩৫
সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা পড়া ওয়াজিব ৪৩৫
সূরার শেষ আয়াত পড়া ৪৩৫
সূরার শেষ হরফকে রুকুর তাকবীরের সাথে মিলানো ৪৩৫
সূরার শুরুতে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া ৪৩৫

বিষয় **পৃষ্ঠা**

সূরা মেলাতে ভুলে গেলে....৪৩৬
সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা মিলানোর তাৎপর্য....৪৩৬
সূর্য একটানা উদয় বা অস্ত থাকলে নামাযের সময় নির্ণয়ের উপায়....৪৩৭
সূর্য উঠার কতক্ষণ পর নামায পড়া জায়েয....৪৩৭
সোনার আংটি পরে নামায পড়া....৪৩৮
সাহু সেজদার দ্বারা ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়....৪৩৮
সাহু সেজদার পদ্ধতি....৪৩৮
সাহু সেজদা করতে ভুলে গেলে....৪৩৯
সাহু সেজদার পর তাশাহুদ পড়া....৪৩৯
সাহু সেজদা একটা করলে....৪৩৯
সাহু সেজদা ওয়াজিব হওয়ার মূলনীতি....৪৩৯
সিনেমাহলের ছাদে নামায পড়া....৪৪০
হদস হলে....৪৪০
হাই তোলা....৪৪১
হারাম টাকায় কেনা কার্পেট....৪৪২
হারাম টাকায় কেনা পোশাক....৪৪২
হেরেম শরীফে ভিড়ের সময় মাসবুক কী করবে?....৪৪২
হেরেম শরীফে সওয়াব বেশি....৪৪৩
হায়েয....৪৪৩
হায়েয থেকে পাক হওয়ার পর....৪৪৪
حي على الفلاح বলার সময় দাঁড়ানোর অর্থ....৪৪৪
হিজড়া নামাযের কোন কাতারে দাঁড়াবে....৪৪৫
হিজড়ার আযান দেয়া....৪৪৫
হিজড়ার ইমামতি করা....৪৪৫
হেজাব বা উড়না....৪৪৫